সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ২২ জানুয়ারি ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষঃ ৬৫ ◈ সংখ্যাঃ ১৭-১৮

www.weeklyarafat.com

কিং ফায়সাল ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ
যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ১৭-১৮
* বার : সোমবার

◈ ২২ জানুয়ারি- ২০২৪ ঈসায়ী
◈ ০৮ মাঘ -১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ০৯ রজব- ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট নারীর উপমা**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **কিয়ামতের প্রথম প্রশ্ন সালাত**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৯
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **আল কুরআন ও মানব দর্শন**
    প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ১৩
  - ❖ **রজব মাসকে ঘিরে জাল ও য‘ঈফ হাদীস**
    আবু মুহান্নাদ- ১৫
  - ❖ **রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা**
    মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি
    ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ- ১৭
  - ❖ **সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা**
    শাইখ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ)
    অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ২২
- **পরিবেশ-প্রকৃতি :**
  - ❖ **দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী**
    আবু সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৬
- **ক্বাসাসুল কুরআন :**
  - ❖ **ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনে ‘অগ্নি পরীক্ষা’**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৮
- **বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ৩০
- **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?**
    সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ- ৩৫
- **মহিলা জগৎ :**
  - ❖ **ইসলাম নারীশিক্ষার পথে অন্তরায় নয়**
    মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ৪০
- **কবিতা** ৪২
- **জমঈয়ত ও শুব্বান সংবাদ** ৪৩
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪৫
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন সফল করুন!

আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দা'ওয়াহ ও তাবলীগে মহাসম্মেলন ২০২৪ আসন্ন। আগামী ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতি ও জুমু'আহ্বার, ঢাকার অদূরে আশুলিয়া থানার বাইপাইলস্থ জমঈয়ত ক্যাম্পাসে এ মহাসম্মেলন যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে ইন্শা-আল্লাহ। ইতোমধ্যে পোস্টার, হ্যান্ডবিল, কুপন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। এই মহাসম্মেলনকে ঘিরে সর্বস্তরের জমঈয়ত নেতাকর্মীসহ মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই অপেক্ষার প্রহর গুণছেন, বিশ্বের খ্যাতিমান সালাফী 'আক্বীদাহ্ ও মানহাযের আলেমগণের নিকট থেকে বিশুদ্ধ দীনের বয়ান শুনে আত্মশুদ্ধি অর্জন করবেন। নবীর দেশ সৌদিআরবসহ মিশর, জর্ডান, পাকিস্তান, ভারত ও নেপাল হতে বরেণ্য উলামা-ই কিরাম এ মহাসম্মেলনে তাশরীফ আনবেন ইন্শা-আল্লাহ।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ কয়েক দফায় সম্মেলন স্থল পরিদর্শন করেছেন। বিগত বছরগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ পর্যালোচনা করে এবারের মহাসম্মেলকে সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বহুমুখী উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এবারের সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্যতম প্রধান কর্মসূচি "আদ-দাওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য শির্ক-বিদআতে নিমজ্জিত উম্মাহকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ করা। জমঈয়তের শীর্ষ আলেমগণ বছরব্যাপী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে এ কর্মসূচিকে চলমান রাখেন। কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন এই চলমান কর্মসূচির সমারোহপূর্ণ প্রতিফলন।

এবারের সম্মেলনে প্রথমত দেশের সর্বস্তরের আহলে হাদীসের প্রতি উদাত্ত আহ্বান হবে– সকলপ্রকার দলাললি, গ্রুপিং, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ প্রভৃতি পরিহার করে, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে, লোভ, মোহ, নেতৃত্ব ও আমিত্বকে তুচ্ছজ্ঞান করে পূর্বের ন্যায় আবারও জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত: যে সকল আহলে হাদীস ওলামায়ে কিরাম দল, প্রতিষ্ঠান কিংবা ফাউন্ডেশন কেন্দ্রিক আহলে হাদীস সমাজের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাদের ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করা এবং তৃতীয়ত: সকলপ্রকার মাযহাবী সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে এক দেশ, এক উম্মাহ গঠনে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। সর্বোপরি দেশের আপামর জনসাধারণ কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাফগণের অনুসৃত পথ অনুযায়ী জীবন গড়ার দীক্ষা পেলেই এ মহাসম্মেলন সফল ও সার্থক হবে বলে আমরা মনে করি।

চূড়ান্ত সফলতা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আসবে। তবে আমাদেরকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। সময়, শ্রম ও অর্থ দিয়ে মহাসম্মেলনকে সফল করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরাশদ করেন, "যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করবেন।" অতএব মহান আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

মহাসম্মেলনকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ দায়িত্বশীল সমন্বয় সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগী আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ আওলাদ হোসেনকে আহ্বায়ক, সহ-সভাপতিবৃন্দের মধ্যে যথাক্রমে প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম, প্রফেসর ড. আহমদুল্লাহ ত্রিশালী, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীনকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানীকে সদস্য সচিব করে বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সম্মানিত দায়িত্বশীল সমন্বয়ে একাধিক সাব-কমিটিও গঠন করে সুচারুরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

আমরা সকলেই কম-বেশ অবগত আছি যে, এ ধরনের আন্তর্জাতিক দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন বাস্তবায়ন করতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। আর এর যোগান আমাদেরকেই দিতে হবে। আমরা সাধ্যমত এবং সমাজের দানশীল ভাইদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। বাস্তবায়ন কমিটির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবারের দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন সর্বাত্মক সুন্দর ও সফল হবে ইন্শা-আল্লাহ। মহান আল্লাহর তাওফীক্বই আমাদের একমাত্র সম্বল। ❑

৬৫ বর্ষ ॥ ১৭-১৮ সংখ্যা ❖ ২২ জানুয়ারি- ২০২৪ ঈ. ❖ ০৯ রজব- ১৪৪৫ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট নারীর উপমা

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ
يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ
○ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ
رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ
وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ
اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ
رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য আল্লাহ নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর স্ত্রী ও লূত্ব (আলায়হিস সালাম)-এর স্ত্রীর উপমা পেশ করেন; তারা দু'জনেই ছিল দু'জন নেককার বান্দার অধীনে। কিন্তু তারা উভয়ে তাদের দু'জনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে এই দু'জন (নবীর) সান্নিধ্যও আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষায় তাদের কোনো কাজে আসেনি। তাদেরকে বলা হলো : জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরা দু'জনও তাতে প্রবেশ করো। ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ ফিরআউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন, যখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! জান্নাতে আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিন এবং আমাকে রক্ষা করুন ফিরআউন ও তার (অন্যায়) কর্ম হতে এবং আমাকে রক্ষা করুন অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে। (আল্লাহ আরো উদাহরণ পেশ করেন) 'ইমরান-কন্যা মারইয়ামের, যে তাঁর সতিত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ্ হতে ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর সে তাঁর প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"[১]

শাব্দিক বিশ্লেষণ

ضَرَبَ শব্দটি واحد مذكر غائب বহস- اثبت فعل ماضي معروف কুরআনুল কারীমে তিনটি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এসেছে বর্ণনা করা অর্থে। অর্থাৎ- "তিনি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন"। مَثَلًا অর্থ- উদাহরণ, উপমা। لِّلَّذِيْنَ এর ل শব্দটি حرف جر অর্থ- জন্য। الذين শব্দটি اسماء موصولة (جمع مذكر) অর্থ- যারা। كَفَرُوْا শব্দটি جمع مذكر غائب বহস- اثبت فعل ماضي معروف অর্থ- তারা কুফ্‌রী করেছে। امْرَاَتَ অর্থ-স্ত্রী। نُوْحٍ এবং لُوْطٍ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার দু'জন সম্মানীত নবীর নাম। كَانَتَا শব্দটি تثنية مؤنث غائب অর্থ- তারা দু'জন স্ত্রী ছিল। تَحْتَ অর্থ- নীচে/অধীনে। عَبْدَيْنِ অর্থ- দু'জন বান্দা। مِنْ শব্দটি حرف جر অর্থ- হতে/থেকে। عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ শব্দদ্বয়ের অর্থ- আমার দু'জন নেক্‌কার বান্দা। فَخَانَتٰهُمَا-এর فَ এটি হলো– حرف العطف যা ترتيب-এর জন্য এসেছে। خَانَتَا শব্দটি تثنية مؤنث غائب অর্থ- তারা উভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। هُمَا এটি ضمير المفعول المتصل অর্থ- তাদের দু'জনের সাথে। لَمْ يُغْنِيَا শব্দটি نَفِي جَحَد بَلَمْ دَر فِعْل مُسْتَقْبِل থেকে تثنية مذكر غائب-এর সীগাহ। অর্থ- তারা দু'জন কোনো উপকারে আসেনি। عَنْهُمَا অর্থ-এই দু'জন থেকে। مِنَ اللّٰهِ অর্থ- আল্লাহর পক্ষ থেকে। شَيْـًٔا অর্থ- কোনোই। وَّقِيْلَ অর্থ- বলা হলো। ادْخُلَا النَّارَ অর্থ- তোমরা দু'জন

★ *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল কুরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ১০-১২।*

জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করো। مَعَ الدّٰخِلِيْنَ-এর مَعَ শব্দটি حال (অবস্থা) বুঝাতে এসেছে। আর الدخلين অর্থ- প্রবেশকারীদের সাথে। اٰمَنُوا শব্দটি جمع مذكر غائب বহস- اثبت فعل ماضي معروف অর্থ- তারা ঈমান এনেছে। فِرْعَوْنَ মিসরের অধিপতি বুঝাতে শব্দটি ব্যবহার হলেও কুরআনুল কারীমে শব্দটি মিসরের অত্যাচারী সম্রাট দ্বিতীয় রামিশাসকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে। কেউ কেউ বলেন– কুরআনে উল্লেখিত এই ফিরআউনের নাম ছিল– ওয়ালিদ ইবনু মুস'আব ইবনে রাইহান। কেউ কেউ আবার মুসাব ইবনু রাইয়ানও বলেছেন। তার কুনিয়াত ছিল আবূ মাররাহ্।[২] اِذْ قَالَتْ-এর মাঝে اِذْ শব্দটি ماضي কিংবা مضارع-এর পূর্বে ব্যবহার হয়ে ماضي-এর অর্থ দেয়। অর্থ- সে (প্রার্থনার সুরে) বলেছিল– رَبِّ ابْنِ لِي অর্থ- প্রতিপালক। আমার জন্য আপনি নির্মাণ করুন। عِنْدَكَ অর্থ- আপনার নিকটে। بَيْتًا অর্থ-একটি ঘর। فِي الْجَنَّةِ অর্থ- জান্নাতের মাঝে। وَنَجِّنِيْ অর্থ- আর আমাকে মুক্তি দিন। مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ অর্থ- ফিরআউন ও তার কর্ম থেকে। مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থ- অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে। مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ অর্থ- 'ইমরান কন্যা মারইয়াম। الَّتِيْٓ অর্থ- যে নারী। اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا অর্থ- সে নারী তার সতিত্ব রক্ষা করেছে। فَنَفَخْنَا فِيْهِ অর্থ- ফলে আমি তার মাঝে ফুঁকে দিলাম। مِنْ رُّوْحِنَا অর্থ-আমার রূহ্ থেকে। وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا অর্থ- আর সে সত্যায়ন করল। وَكُتُبِهٖ অর্থ- তার প্রতিপালকের বাণী। وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ অর্থ- এবং তার কিতাব। অর্থ- আর সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

[২] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

পূর্বে একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঈমানদারদেরকে ডেকে বলেছেন–

﴿قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا﴾

অর্থ- "তোমরা নিজেরা বাঁচো এবং তোমাদের পরিবারকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে।"[৩]

দুনিয়াতেই প্রত্যেককে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগীতা দুনিয়ায় সম্ভব। কিন্তু পরকালে প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যাস্ত থাকবে। সেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। কোনো সম্পর্কের দোহাই দিয়ে কেউ নাজাত পেতে পারবে না। সেদিন প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। সেদিন কোনো ওজর আপত্তিও চলবে না। এই বিষয়গুলোই বিবৃত হয়েছে দরসে উল্লেখিত আয়াতত্রয়ের উপমাগুলোতে। প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কাফিরদের জন্য উপমা পেশ করেছেন। নবী নূহ্ ও লূত্ব (আলাইহিমাস সালাম)-এর স্ত্রীদের। যারা নবীদের সাথে দাম্পত্য জীবনে থাকার পরেও মহান আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে মুক্তি পায়নি। সম্পর্ক তাদের কোনো কাজে আসেনি। পরবর্তী দু'টি আয়াতে ফিরআউন পত্নী আসিয়া বিনতু মুযাহিম ও 'ইমরান-কন্যা মারইয়াম-এর উপমা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইংগিত দিয়েছেন শতপ্রতিকূল অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব, সুতরাং কারো কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এই সূরাটি সপ্তম অথবা অষ্টম হিজরিতে অবতীর্ণ হয়। এই সূরাটিতে উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণকে সতর্ক করা হয়েছে তারা যেন কোনো বিষয়ে রাসূল (ﷺ)-কে কষ্ট না দেন। যদি এরকম হয় তবে তারাও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে শাস্তি পাবে। তখন তাদেরকে বাঁচাবার মতো কেউ থাকবে না। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার চিরন্তন বিধান।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ﴾

অর্থাৎ- "যারা কুফ্রী করে তাদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রীর ও লূত্বের স্ত্রীর উপমা পেশ করেন।"

[৩] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ৬।*

এখানে সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য উপমা পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ- যাদের জন্য উপমা পেশ করা হচ্ছে তারা যদি এ থেকে শিক্ষা না নেয় তাহলে তাদের অবস্থা যাদের উপমা পেশ করা হয়েছে ঠিক তাদের মতোই হবে। এখানে কাফিরদের জন্য প্রথম উপমা পেশ করা হয়েছে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর। কুরআনের কোথাও তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। একটি বর্ণনায় তার নাম 'ওয়াহিলা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] কোনো কোনো মুফাস্সীর আবার তার নাম 'ওয়াগেলা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] সে তার স্বামী নবী নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নির্দেশ অনুসারে ঈমানের পথে চলেনি। সে সদা মুনাফেক্বী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল এবং কাফির সম্প্রদায়ের প্রতি সে সমবেদনা প্রকাশ করত এবং তার স্বামীর ব্যাপারে লোকদের বলে বেড়াত যে, সে একজন পাগল। কেউ কেউ বলেন, সে তার জাতির লোকদের কাছে নিজ স্বামীর চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর দ্বিতীয় উপমা পেশ করা হয়েছে লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর। তার নামও কুরআনের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরে জালালাইনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তার নাম 'ওয়াইলা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো মুফাস্সীর আবার তার নাম 'ওয়ালেহা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] সেও ঈমান আনেনি মহান রবের উপর। স্বামীর অগোচরে সে তার জাতিকে সাহায্য-সহযোগিতা করত। তার জাতি ছিল অশ্লীলতায় নিমগ্ন। পৃথিবীতে কুরুচিপূর্ণ সমকামিতার উদ্ভব এ জাতিই প্রথম ঘটিয়েছে। এ জাতীর কেউ ঈমান আনলে লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী তাদের কাছে সে সংবাদ ছড়িয়ে দিত। তারা নবদীক্ষিত ঈমানদারদেরকে নিজ নিজ ধর্মে ফিরিয়ে আনতে তাদের উপর চালাত অমানবিক নির্যাতন। এহেন গর্হিত অপরাধের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কাফিরদের জন্য তাদের উপমা পেশ করে মুসলিম জাতির কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে জাতিকে সতর্ক করলেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ﴾

আলোচ্য আয়াতে ঐ দু'জন নারী যাদের অধীনে ছিল [অর্থাৎ- নূহ্ ও লূত্ব (আলাইহিস সালাম)]। তাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তারা উভয়েই ছিলেন মহান আল্লাহর পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ﴿عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ﴾ বলে তার অতি নিকটতম বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে শামিল করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا﴾

অর্থাৎ- "কিন্তু তারা উভয়ে তাদের দু'জনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।" ফলে এই দু'জন (নবীর) সান্নিধ্যও মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষায় তাদের কোনো কাজে আসেনি। এখানে তাদের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা বলতে দাম্পত্যজিবনের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা কোনো পয়গম্বরের স্ত্রীই ব্যভিচারিণী ছিলেন না।[৭] এখানে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা বলতে উদ্দেশ্য হলো– ঈমানের পথে তারা তাদের স্বামীর সাথে চলেনি। উল্টো তারা স্বজাতির সাথে মিলেমিশে মুনাফিক্বী ও কপটতায় লিপ্ত ছিল। আর এ কারণেই মহান আল্লাহর পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ স্বামীর দীর্ঘজীবনের সান্নিধ্যও তাদের কোনো কাজে আসেনি।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

﴿ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরা দু'জনও তাতে প্রবেশ করো।"

এ কথা কখন বলা হবে তা নিয়ে ইখতিলাফ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর সময়েই তাদেরকে এ কথা বলা হয়েছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন না; বরং এ কথা তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে। কেননা মৃত্যুর সময়ে এ নির্দেশ দেওয়া হলে পরকালে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় মতের মাঝে কোনো ভিন্নতা নেই। মৃত্যুর সময় এ কথা বলার উদ্দেশ্য দুঃসংবাদ ও ভীতিপ্রদর্শন আর পরকালে তো বলা হবে চূড়ান্ত ফয়সালা হিসেবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ﴾

[৪] *তাফসীরে জালালাইন, সূরা আত্ তাহ্রীম : ১০।*
[৫] *তাফসীরে কুরতুবী।*
[৬] *তাফসীরে কুরতুবী।*
[৭] *ফাতহুল ক্বাদীর।*

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঈমানদারদের জন্য প্রথম উপমা হিসেবে ফিরআউনের স্ত্রীর বর্ণনা পেশ করেন। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফিরআউন হলো পৃথিবীর সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ। সে ছিল ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় কুখ্যাত। সে নিজেকে সর্বশক্তিমান প্রভু বলে দাবি করে বলেছিল–

﴿اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى﴾

অর্থ : "আমি তোমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু।"[৮]

সে হত্যা করেছিল বানী ইস্‌রা-ঈলের অসংখ্য নবজাতক পুত্র-সন্তানকে।[৯] তার নির্যাতন-নিপীড়ন, যুল্‌ম-অত্যাচার ও হত্যাকে পরোয়া না করে তারই পত্নী আসিয়া বিনতু মুযাহিম এক মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনলেন। নবী মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নবুওয়াতকে স্বীকৃতি দিলেন। ফিরআউনের কাছে যখন আসিয়ার ঈমান প্রকাশ পায় তখন ফিরআউন ক্রুদ্ধ হয়ে আসিয়াকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে– ফিরআউন তার চার হাত-পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিত, যাতে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে না পারে।[১০] এমন ভয়ানক শাস্তিও আসিয়াকে ঈমান থেকে একচুল নড়াতে পারেনি। আসিয়া ছিল ঈমানের উপর সুদৃঢ়। তাই ঈমানদারদের জন্য (শতপ্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যে, ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা যায়) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার দৃষ্টান্ত পেশ করেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

﴿اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো– ফিরআউনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসিয়া বিনতু মুযাহিম যে ফরিয়াদ করেছিলন তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এখানে। সে বলেছিল–

﴿رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾

অর্থাৎ- "হে প্রভু! জান্নাতে তোমার কাছে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দাও।"

এই বাক্যে আসিয়ার আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন রয়েছে। সে মহান আল্লাহকে এতটা ভালোবাসত যে, সদাসর্বদা মহান আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করত। তাইতো জান্নাতেও সে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করে তার পাশে থাকতে চেয়েছে। আর সে মুক্তি পেতে চেয়েছে ফিরআউন ও তার কৃতকর্ম থেকে এবং অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে। যেমন- সে বলেছে–

﴿وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "এবং আমাকে রক্ষা করুন ফিরআউন ও তার (অন্যায়) কর্ম হতে এবং আমাকে রক্ষা করুন অত্যাচারী সম্প্রদায় হতে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আসিয়ার এ দু'আ কবুল করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে– ফিরআউন উপর থেকে আসিয়ার মাথার উপর একটি ভারী পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যার মনস্ত করলে আসিয়া এই দু'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ দু'আ কবুল করে জান্নাতে নিজের সান্নিধ্যে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং ঐ মুহূর্তে সেই ঘর তিনি আসিয়াকে দেখিয়ে দেন।[১১] আসিয়া জান্নাতে নিজ বাসস্থান দেখে জীবনের শেষ হাসি হেসে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তার মৃত্যুর পর মৃতদেহের উপর সে পাথর খন্ডটি পতিত হয়েছিল। যা তাকে কষ্ট দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঈমানদারদের জন্য দ্বিতীয় উপমাটি পেশ করেছেন। আর তা হচ্ছে– 'ইমরান-কন্যা মারইয়াম-এর'। মারইয়াম নিজেই ছিল মহান আল্লাহর পথে উৎসর্গকৃত। মারইয়ামের মা হান্না বিনতু ফাখুয গর্ভবতী হওয়ার পর মান্নত করেছিল এই বলে–

﴿رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ﴾

অর্থাৎ- "প্রতিপালক নিশ্চয় আমি আপনার জন্য আমার গর্ভে যা আছে তা উৎসর্গ করার নাযর/মান্নত করলাম।"[১২]

---

[৮] *সূরা আন্ নাযি'আত : ২৪।*
[৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৯।*
[১০] *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন।*
[১১] *তাফসীরে মাযহারী।*
[১২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৫।*

অতএব আমার পক্ষ থেকে আপনি তা কবুল করেন। তারপর যখন মারইয়ামের জন্ম হলো তখন সে বলল–

﴿رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى﴾

অর্থাৎ- "প্রতিপালক নিশ্চয় আমি কন্যাসন্তান প্রসব করেছি।"[১৩]

আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন সে যে কন্যাসন্তান প্রসব করেছে। এই কন্যার জন্য মহান আল্লাহর কাছে 'ইমরান পত্নী প্রার্থনা করেছেন এই বলে–

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ﴾

অর্থাৎ- "কন্যা পুত্রের সমকক্ষ নয়। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম আর আমি তাকে এবং তার পরিবারকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম।"[১৪]

আল্লাহ তা'আলা এই দু'আও কবুল করেছেন। মারইয়ামকে ও তার বংশধরদেরকে পূতঃপবিত্র রেখেছেন। অথচ গযবপ্রাপ্ত ইয়াহূদী জাতি মারইয়ামের উপর ব্যভিচারের মতো একটি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। এর জবাবে এ আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, পূর্ণমাত্রায় সে তার সতিত্বের সংরক্ষণ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

﴿فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ﴾

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো– জিবরাঈল ফেরেশ্তার মাধ্যমে তার থেকে রুহ ফুঁকে দেন। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾

অর্থাৎ- "অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম।" এখানে رُوْحَ শব্দ দিয়ে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বুঝানো হয়েছে। সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে[১৫] এবং তিনি তাকে غُلٰمًا زَكِيًّا পবিত্র পুত্রের সুসংবাদ দেন। বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সে 'রুহ' মারইয়ামের জামার ফাঁকে ফুঁকে দেন। মহান আল্লাহর হুকুমে তাতেই তিনি গর্ভবতী হন। আর এ থেকেই 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন। আয়াতের শেষাংশে মারইয়ামের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ﴾

অর্থাৎ- আর সে তার প্রতিপালকের বাণীসমূহ ও তার কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইয়াহূদীরা তাকে তিরস্কার করলেও সে বিশ্বাস করে সত্যায়ণ করেছে মহান আল্লাহর বাণী ও কিতাবকে। তার আরো একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"

আয়াতত্রয়ের শিক্ষাসমূহ

১. আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা প্রত্যেককেই তার নিজের কৃতকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন কিংবা শস্তি দিয়ে থাকেন। একজনের অপরাধের জন্য অন্যজনকে তিনি শাস্তি দেন না। এটাই তো তার ন্যায়বিচার।

২. পুণ্যবানদের দোহাই দিয়েও কেউ নাজাত পাবে না। আবার প্রত্যেককে তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

৩. সেদিন কারো কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী ও সতিত্ব সংরক্ষণে ব্যর্থ নারী, সন্তান ও সম্পদের খিয়ানতকারিণী, অনুরূপ অশ্লীলতা-চোগলখুরী এবং এ সকল অপকর্মে সাহায্যকারী ও সাহায্যকারিণীগণও জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।

৫. যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকতে পারলেই মহান স্রষ্টার নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া সম্ভব।

৬. কখনো যুল্মের শিকার হলে কাতর কণ্ঠে দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

৭. মাযলুমের ফরিয়াদ মহান আল্লাহর কাছে দ্রুতই গৃহীত হয়। ❑

[১৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৬।*
[১৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩৫ ও ৩৬।*
[১৫] *সূরা মারইয়াম : ১৭।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

কিয়ামতের প্রথম প্রশ্ন সালাত

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذٰلِكَ".

সরল অনুবাদ

“আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি (নিয়মিতভাবে) ঠিকমত সালাত আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি সালাত নষ্ট হয়ে থাকে তবে সে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হবে। যদি ফরয সালাতের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, দেখো, বান্দার কোনো নফল সালাত আছে কি-না। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর সকল কাজের বিচার পালাক্রমে এভাবে করা হবে।”[১৬]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্দুশ্ শামস বা আবদে ‘উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় ‘আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– ‘হে বিড়ালের পিতা’! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহররম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফা-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

সালাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ : সালাত (الصلاة) শব্দের আভিধানিক অর্থ দু‘আ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সালাত হলো– নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করা, যা তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বলে শুরু করতে হয় এবং তাসলীম তথা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে শেষ করতে হয়।

সালাতের হুকুম : প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর সালাত ফরয। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের অনেক

[১৬] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৪১৩, সহীহ।*

আয়াতে সালাত কায়েম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا﴾

অর্থ : "অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মু'মিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফর্‌য।"[১৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿حٰفِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِينَ﴾

অর্থ : "তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত করো।"[১৮]

অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতকে ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে দ্বিতীয় রুকন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ : شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَاِقَامِ الصَّلَاةِ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দান, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা।"[১৯]

অতএব, সালাত ত্যাগকারী কাফির, তাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হত্যা করা জায়িয। আর সালাতে অলসতা ও অবহেলাকারী ফাসিক।

সালাতের ফযীলত : সালাতের ফযীলত ও সাওয়াব অপরিসীম। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো– কোন 'আমলটি উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন–

اَلصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا.

অর্থাৎ- যথাসময়ে সালাত আদায় করা।[২০]

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেন,

اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوْا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ : «فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

অর্থ : "তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় যদি একটি নদী থাকে। আর সে ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? এ ব্যাপারে তোমরা কি বলো? সবাই বলল : না, তার শরীরে কোনোপ্রকার ময়লা থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সব গুনাহ মুছে নিঃশেষ করে দেন।"[২১]

৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন,

مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا، اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

অর্থ : "কোনো মুসলিম ব্যক্তির যখন ফর্‌য সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে সালাতের ওযূকে উত্তমরূপে আদায় করে, সালাতের বিনয় ও রুকূ'কে উত্তমরূপে আদায় করে তাহলে যতক্ষণ না সে কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এ সালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান।"[২২]

৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন,

رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

"সব কিছুর মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো সালাত আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো জিহাদ।"[২৩]

অসময়ে সালাত আদায় করার ভয়াবহতা : ইচ্ছাকৃতভাবে অসময়ে সালাত আদায় বৈধ নয়

---

[১৭] *সূরা আন্ নিসা : ১০৩।*
[১৮] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩৮।*
[১৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬।*
[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৫৩৪; সহীহ মুসলিম- হা. ৮৫।*
[২১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৬৭।*
[২২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২৮।*
[২৩] *তিরমিযী- হা. ২৬১৬। ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ। আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

(হারাম)। তবে দুই সালাত একত্রিত করার যে শরীয়তসম্মত বিধান আছে সে অনুযায়ী অসময়ে সালাত আদায় করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয় (নির্দিষ্ট) সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফর্‌য করা হয়েছে।"[২৪]

দেখা যায়, অনেকে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য সূর্য উঠার পর টাইম দিয়ে এলার্ম ঘড়ি প্রস্তুত করে এবং ফজরের সময় জামা'আতের সালাত পরিত্যাগ করে। এরূপ করা কাবীরা গুনাহের অন্তর্গত; বরং কোনো কোনো ফিকাহবিদ এরূপ করা কুফ্‌রী বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾

"নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা (পাপাচার) ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে, আর আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) হলো সবচাইতে বড় এবং তোমরা যা করো সে সম্পর্কে তিনি জ্ঞান রাখেন।"[২৫]

সালাত ত্যাগকারী সম্পর্কে সতর্কতা : কুরআন ও হাদীসে অনেক জায়গায় সালাত ত্যাগকারী ও বিলম্বে আদায়কারীর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

অর্থ : "তাদের পরে আসলো এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রাপ্ত হবে।"[২৬]

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾

অর্থ : "অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নিজদের সালাতে অমনোযোগী।"[২৭]

[২৪] *সূরা আন্ নিসা : ১০৩।*
[২৫] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৪৫।*
[২৬] *সূরা মারইয়াম : ৫৯।*
[২৭] *সূরা আল-মা'উন : ৪-৫।*

রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

অর্থ : "বান্দা এবং শিরক-কুফ্‌রের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা।"[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন,

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা হলো সালাত। অতএব, যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো, সে কাফির হয়ে গেলো।"[২৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এতে তিনি বললেন–

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا، وَلَا نَجَاةً، وَلَا بُرْهَانًا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করবে এবং তা সংরক্ষণ করবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য আলো, ঈমানের দলিল ও জাহান্নাম থেকে নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করবে না ও তা সংরক্ষণ করবে না, কিয়ামতের দিন তার জন্য কোনো আলো, নাজাত ও ঈমানের দলিল হবে না। আর কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফিরআউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে উত্থিত হবে।"[৩০]

সালাতের কয়েকটি উপকারিতা :

ক) সালাত ব্যক্তিকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে : সালাত ব্যক্তিকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

[২৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ৮২।*
[২৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১০৭৯। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ-র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬২১, ইমাম আত্ তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ-র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ গরীব বলেছেন। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ-র) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*
[৩০] *মুসনাদ আহমদ- হা. ৬৫৭৬। শু'আইব আরনাউত বলেন, হাদীসের সনদটি হাসান। সুনান আদ্ দারেমী- হা. ২৭৬৩। মুহাক্কিক হুসাইন সেলিম হাদীসের সনদটি সহীহ বলেছেন।*

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীলতা (পাপাচার) ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৩১]

খ) বিপদ-মুসিবতে আত্মাকে শক্তিশালী করে : নামায বিপদ-মুসিবতে আত্মাকে শক্তিশালী করে। তাই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾

"তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"[৩২]

গ) নামাযের মাধ্যমে অন্তরে নেমে আসে প্রগাঢ়শান্তি এবং এর মাধ্যমে প্রভুর সাথে নামাযীর প্রগাঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হয় : নামায হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির হৃদয়ের প্রশান্তি এবং তার সাহায্যকারী। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন, "হে বিলাল! নামাযের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি দাও।"[৩৩]

ঘ) নামায মুসলিম সমাজে প্রেম-ভালোবাসা এবং সত্যিকার ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে : নামায মুসলিম সমাজে প্রেম-ভালোবাসা এবং সত্যিকার ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে। কেননা, দৈনন্দিন পাঁচবার শৃংখলার সাথে নামায আদায়ের লক্ষ্যে সমবেত হওয়া আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শ্রেষ্ঠ পন্থা। পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধতার জন্য সুন্দর নিয়ম।

আর একক প্রভুর উদ্দেশ্যে একটি মাত্র 'ইবাদত আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম হৃদয় ধাবিত হওয়া, সমভাবে প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া– তাদের আত্মীক পরিচ্ছন্নতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল সম্পর্কের দাবিদার।

ঙ) আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে নামাযের উপকারিতা সুপ্রমাণিত : আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, সালাতের মাধ্যমে শরীরের গ্রন্থিসমূহ এবং মাংসপেশীকে রোগমুক্ত রাখতে প্রভুত সাহায্য পাওয়া যায়।

নফল সালাতে ফরজের ঘাটতি পূরণ : কর্তব্যের অতিরিক্ত বা বাধ্যতামূলক নয়, এমন 'আমল ইসলামের দৃষ্টিতে নফল হিসেবে পরিচিত। পরিভাষায়, ফর্‌য ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইসলাম প্রবর্তিত বিষয়কে নফল বলা হয়। নফল সালাতের দ্বারা ফর্‌য সালাতের ঘাটতি পূরণ হয়। অনেকের বিভিন্ন সময় ফর্‌য সালাতে ঘাটতি হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে হাশ্‌রের ময়দানে ফর্‌য সালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল সালাত দ্বারা।

সুনান আবূ দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আউনুল মা'বূদে বলা হয়েছে–

"আল্লাহ তা'আলা বান্দার সালাত সিয়াম, যাকাত ও অন্যান্য সব 'ইবাদতের ক্ষেত্রে ফর্‌যের ঘাটতি পূরণ করবেন নফল 'ইবাদতের মাধ্যমে।" এ মর্মে তিনি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

নফল সালাত মুসল্লির মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে মহান আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো নফল সালাত।

উপসংহার

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সফলতার জন্য নামাযকেই চাবিকাঠি বানিয়েছেন। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

"অবশ্যই সেসব মু'মিন সফলকাম হয়েছে; যারা তাদের নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত।"[৩৪]

আর যারা যথাযথভাবে নামায আদায়ে ব্যর্থ হবে তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই সালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। ❑

---

[৩১] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৪৫।*
[৩২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৫।*
[৩৩] *সুনান আবূ দাউদ। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*
[৩৪] *সূরা আল মু'মিনুন : ১ ও ২।*

প্রবন্ধ

আল কুরআন ও মানব দর্শন

–প্রফেসর ড. আ ব ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

আল কুরআন ও মানব দর্শন বিষয়টি দেখে আমরা প্রথমে চমকে উঠব। আল কুরআন তো একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। এখানে আবার মানব দর্শনের কি আছে?

এ ধরনের প্রশ্ন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ আমরা যারা ধর্মকে শুধু বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান কোনো পার্বণ নির্দিষ্ট কোনো স্থানে গমন আনন্দ উদযাপনকে বুঝে থাকি তাহলে তাদের কাছে ইসলাম ধর্মকে নিছক অন্যান্য ধর্মের মতোই মনে হবে।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম তো অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক কোনো ধর্মের নাম নয়; এটি একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলামই হলো মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।"[৩৫]

আর জীবন ব্যবস্থা হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জন্য। ধর্মও তাদের জন্যই। তাই আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানুষ হবে এটাই স্বাভাবিক। আর মানব জীবনের এমন কোনো দিক ভাগ নেই যার বিবরণ আল কুরআনে নেই। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

"আমি আল কুরআনে কোনো কিছুর বিবরণ বাদ রাখেনি।"[৩৬] আরো ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾

"আমি প্রতিটি বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছি।"[৩৭]

মানুষ পরিচিতি

বাক ও বোধসম্পন্ন দু পা বিশিষ্ট প্রাণীই মানুষ। আর মানতিক তথা ইসলামী তর্কশাস্ত্রে মানুষকে হায়ওয়ান নাতিক বা বাক সম্পন্ন জীবকে মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

মানুষ ধর্মকে ধারণ করবে লালন করবে পালন করবে এর মাধ্যমেই তার পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনকে ধন্য করবে। এটাই ধর্মের উদ্দেশ্য।

এজন্য ইসলাম ধর্মের মৌলিক সংবিধান ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনের বিষয়বস্তু হিসেবে মানবজাতিকেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

মানুষ তার ইহলৌকিক জীবনকে নির্ধারিত বিধি-বিধানের আলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে পারলৌকিক জীবনকে কৃতকার্য করবে এটাই ধর্মীয় গ্রন্থ আল কুরআনের মূল উদ্দেশ্য।

মানুষ তার জীবনকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে এবং নিজেকে পরিচালনা করতে যেসব নির্ধারিত আইন কানুন বিধি-বিধান অধ্যাদেশ পালন করা অত্যাবশ্যকীয় তাই হলো ইসলামী দর্শন।

মানুষ ব্যক্তি হিসেবে তার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে এটি হলো ব্যক্তি দর্শন। মানুষ যে ঘরে জন্মগ্রহণ করে এটি হলো তার পরিবার। এজন্য তার পরিবারেও রয়েছে একটি দর্শন। যেটা হলো পারিবারিক দর্শন।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের রয়েছে সমাজ দর্শন।

মানুষ নির্ধারিত একটি ভূখণ্ডে বসবাস করে যেটি রাষ্ট্র নামে অভিহিত। তাই তার রয়েছে একটি রাষ্ট্রীয় দর্শন।

ব্যক্তি দর্শন

মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে পরস্পরের সাথে মুআমালাত তথা আচার ব্যবহার লেনদেন উঠাবসা চলাফেরা কথাবার্তা ইত্যাদি কেমন হবে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

কুরআনী দর্শনে ব্যক্তিকে প্রথম প্রকৃত মানুষ এবং জান্নাতি মানুষ হিসেবে নিজেকে গঠন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

---

* *আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৩৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৯।*

[৩৬] *সূরা আল আন'আম : ৩৮।*

[৩৭] *সূরা ইস্‌রা : ১২।*

"আগে নিজেকে জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচাও এরপর পরিবারকে।"[৩৮]

পারিবারিক জীবন দর্শন

মানুষ তার পরিবারে একাকী বসবাস করে না। তার পরিবারে থাকে দাদা দাদি নানা-নানী পিতা মাতা ভাই বোন স্বামী স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ি ফুফা ফুফু খালা খালু চাচা চাচি ভাই ভাবি বোন জামাই বোন ভাগ্নি ভাগ্নে ভাই ভাতিজা ভাতিজি সন্তান-সন্ততি ছেলে-মেয়ে।

পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে এদেরকে রীতি মোতাবেক পরস্পরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً﴾

"তোমরা দুই তিন চার পর্যন্ত তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করবে। তবে সুবিচার করতে না পারলে একটিই যথেষ্ট।"[৩৯]

এদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করা হাদীসের নির্দেশ। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী রাসূলের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সামর্থ্য থাকার পরেও যে বিয়ে শাদী না করে সে রাসূলের উম্মত নয়। এটিই ইসলামী দর্শনের মূল কথা।

সামাজিক জীবন দর্শন

মানুষ সামাজিক জীব হওয়ায় তাকে একটি সমাজে জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করতে হয়। সমাজ জীবনে যে কোনো কাজে তাকে প্রথমে প্রতিবেশী এরপর অন্যান্য নিকটতম ও দূরত্ব আত্মীয়স্বজনের সাথে মেলামেশা লেনদেন করতে হয়। আচরণে কেউ কাউকে কষ্ট দিবে না কারো প্রতি কেউ যুল্ম অত্যাচার করবে না। করবে না কারো প্রতি অবিচার। লেনদেনে করবে না কম বেশি। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ﴾

"তোমরা ওজনে নীতি প্রতিষ্ঠা করবে, কম দেবে না।"[৪০]

তাহলে সে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে না। এটাই ইসলামী দর্শনের মূলনীতি।

রাষ্ট্রীয় জীবন দর্শন

সমাজ জীবনের উপর মানুষের আরও বড় পরিসরে তাকে চলাফেরা ওঠাবসা করতে হয় সেটা হলো রাষ্ট্রীয় জীবন। রাষ্ট্রীয় জীবনে একজন নাগরিকের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রধান কে হবেন তার কি কি গুণ থাকা দরকার কিভাবে তিনি দেশ পরিচালনা করবেন কর, খাজনা, ট্যাক্স, যাকাত, ওসর, ফিতরা কিভাবে উসুল করবেন এবং সে অর্থ দেশ পরিচালনায় কিভাবে ব্যয় করবে ইত্যাদির সকল বিবরণ আল কুরআনে আভাসে ইঙ্গিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে– ﴿أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوْهُ﴾

"তোমরা সালাত কায়েম করবে আর যাকাত প্রদান করবে।"[৪১]

যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের মূল অর্থনৈতিক উপাদান। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এটি একটি বড় নিয়ামক। যাকাত কে উসুল করবে এবং কারা এর প্রাপ্য এ বিষয়ে আল কুরআনে স্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ﴾

"যাকাতের প্রাধিকার হলো ফকির মিসকিন যাকাত ও উসুলকারী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি দাসমুক্তি ঋণী আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফির। এটি আল্লাহর অবধারিত বিধান।"[৪২]

এতদ আলোচনায় এ বিষয়টি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে আল কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত কিভাবে তার জীবনকে পরিচালনা করবে বিস্তারিত বিবরণ আল কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনী অনুযায়ী জীবন যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন –আমিন। ❑

---

[৩৮] *সূরা আত্ তাহ্‌রীম : ৬।*
[৩৯] *সূরা আন্ নিসা : ৩।*
[৪০] *সূরা আর্ রহমা-ন : ৯।*
[৪১] *সূরা আল আন'আম : ৭২।*
[৪২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬০।*

রজব মাসকে ঘিরে জাল ও য'ঈফ হাদীস

–আবু মুহাম্মাদ*

রজব মাসকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে জাল ও য'ঈফ হাদীসের ওপর 'আমল করার মাহোৎসব শুরু হয়। অথচ 'আমল কবূল হওয়ার পূর্ব শর্ত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক 'আমল সম্পাদন করা। সুতরাং রজব মাসকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে প্রচলিত 'ইবাদতসমূহ নিঃসন্দেহে বিদআত। আর বিদআতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ ইরশাদ করেন : "তোমরা অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না।"[৪৩]

আর নবী (ﷺ) দ্বীনের যাবতীয় বিধানকে দিবালোকের মতো সুস্পষ্টভাবে আমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর নিকট আল্লাহ তা'আলার সত্য বাণীকে পৌঁছে দিতে সামান্যতম কার্পণ্য করেননি। সাহাবীগণও সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং বাস্তব জীবনে এ সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করেছেন। এই পথ থেকে শুধু হতভাগ্যরাই বিচ্যুত হয়েছে। তাই আমাদের কর্তব্য কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং সকল ধরনের বিদআত থেকে দূরে থাকা।

আমরা দেখি রজব মাসকে কেন্দ্র করে অনেক মুসলিম এমন অনেক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়, যার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ কোনো প্রমাণ নেই। যেমন- রজব মাসকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে সওম পালন করা, 'ইবাদত-বন্দেগী করা, রজবী 'উমরাহ্ পালন করা, মি'রাজ দিবস কিংবা শবে মি'রাজ পালন করা ইত্যাদি। তাছাড়া রজব মাসের ফযীলতে এমন অনেক হাদীস পেশ করা হয় যেগুলো হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে হয় দুর্বল না হয় বানোয়াট।

রজব মাসকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো 'ইবাদত করার কথা কি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে?

ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "রজব মাসের মর্যাদার ব্যাপারে অথবা রজব মাসে বিশেষভাবে কোনো ধরনের নফল সালাত-সিয়াম কিংবা এ রাতে 'ইবাদত-বন্দেগী করার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ কথাটি আমার পূর্বে ইমাম হাফেয আবূ ইসমা'ঈল আল হারাবী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। আমি এ কথা তার নিকট থেকে এবং আরও অন্যান্য মনীষীর নিকট থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছি।"[৪৪]

এরপর তিনি এ প্রসঙ্গে বর্ণিত বেশ কিছু য'ঈফ ও জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে সেগুলো থেকে কয়েকটি পেশ করব ইন্‌শা-আল্লাহ।

রজব মাস সম্পর্কে কয়েকটি দুর্বল হাদীস

১. "জান্নাতে একটি নহর আছে যাকে বলা হয় রজব। যার পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি। যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন সওম পালন করবে তাকে সেই নহরের পানি পান করতে দেয়া হবে।"

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আবুল কাসেম আত্ তাইমী, আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব কিতাবে, হাফেয আসপাহানী ফাযলুস সিয়াম কিতাবে, বাইহাকী, ফাযায়িলুল আওকাত কিতাবে, ইবনু শাহীন আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব কিতাবে।

এ হাদীসটি দুর্বল। ইবনুল জাওযী ইলালুল মুতানাহিয়া গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাসূত্রে একাধিক অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। তাই এ হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে বানোয়াট বলার মতো পরিস্থিতি নেই। এর আরও কয়েকটি সূত্র রয়েছে কিন্তু সেগুলোতেও একাধিক অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছে।[৪৫]

২. "হে আল্লাহ! তুমি রজব ও শা'বানে আমাদেরকে বরকত দাও। আর আমাদেরকে রমাযান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।"[৪৬]

হাদীসটি দুর্বল। এ হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যার নাম যায়িদাহ ইবনু আবুর রিকাদ। তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসাঈ তার সুনান গ্রন্থে যায়িদার নিকট থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, চিনি না এই ব্যক্তি কে? আর তিনি তার যুয়াফা কিতাবে বলেন, মুনকারুল হাদীস। কুনা গ্রন্থে বলেন, "তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হিব্বান বলেন, তার বর্ণিত কোনো হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।[৪৭]

৩. "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাযানের পরে রজব ও শা'বান ছাড়া অন্য কোনো মাসে রোযা রাখেননি।"[৪৮]

হাফিয ইবনু হাজার বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। কারণ, এর সনদে ইউসুফ ইবনু আতিয়া নামক একজন রাবী রয়েছে। সে খুব দুর্বল।[৪৯]

---

* *দাঈ', সৌদি আরব।*

[৪৩] *সূরা আল আ'রাফ : ৩।*

[৪৪] *তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী ফাযলি রাজাব।*

[৪৫] *দ্রষ্টব্য : তাবয়ীনুল আজাব- পৃ. ৯, ১০ ও ১১, আল ইলালুল মুতানাহিয়া- ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃ.।*

[৪৬] *মুসনাদ আহমাদ- ১/২৫৯।*

[৪৭] *দ্রষ্টব্য : তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী ফযলি রাজাব- ১২ পৃ., আয্ যুয়াফাউল কাবীর- ২/৮১, তাহযীবুত তাহযীব- ৩/৩০।*

[৪৮] *বাইহাক্বী।*

[৪৯] *তাবয়ীনুল 'আযাব- ১২ পৃ.।*

রজব মাস সম্পর্কে কয়েকটি জাল হাদীস

১. "রজব মহান আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস এবং রামাযান আমার উম্মতের মাস।" এটি জাল হাদীস।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, এ হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবূ বক্‌র আন নাক্কাশ নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। সে কুরআনের মুফাসসির। কিন্তু লোকটি জাল হাদীস রচনাকারী এবং চরম মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। ইবনু দেহিয়া বলেন, এই হাদীসটি জাল।[৫০]

আর এ হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন, ইবনু জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ-র)।[৫১] ইমাম সানয়ানী (রাহিমাহুল্লাহ-র)[৫২] এবং সূয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ-র)।[৫৩]

২. কুরআনের মর্যাদা সকল যিক্‌র-আযকারের উপর যেমন-রজব মাসের মর্যাদা অন্যান্য মাসের উপর।" হাদীসটি বানোয়াট।

ইবনু হাজার আসকালানী উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এই হাদীসটির সনদের রাবীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য একজন ছাড়া। তার নাম হলো, সিকতী। আর এ লোকটিই হলো বিপদ। কেননা, সে একজন বিখ্যাত জাল হাদীস রচনাকারী।[৫৪]

৩. রজব মাসে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা রাখবে আল্লাহ তার 'আমলনামায় একমাস রোযা রাখার সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন, আর যে ব্যক্তি সাতটি রোযা রাখবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দিবেন।" হাদীসটি জাল। এটিকে জাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ইবনু জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ-র)।[৫৫] সূয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ-র)।[৫৬] শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ-র)।[৫৭]

৪. "যে ব্যক্তি রজবের প্রথম তারিখে মাগরিবের সালাত আদায় করে বিশ রাকআত সালাত আদায় করবে এবং প্রতি রাকআতে সূরা আল ফাতিহাহ্ এবং সূরা আল ইখলা-স একবার করে পড়বে এবং প্রতি দু'রাকআত পরপর সালাম ফিরিয়ে মোট দশ সালামে বিশ রাকআত পূর্ণ করবে, তোমরা কি জানো তার সওয়াব কি? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে হিফাজত করবেন এবং তার পরিবার, সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিকে হিফাজত করবেন, কবরের 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন এবং বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার করাবেন।"[৫৮]

৫. "যে ব্যক্তি রজব মাসে রোযা রাখবে এবং চার রাকআত সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে তার নির্ধারিত আসন না দেখে মৃত্যুবরণ করবে না।"[৫৯]

৬. সালাতুর রাগায়িব সম্পর্কিত হাদীস। হাদীসটি নিম্নরূপ : "রজবের প্রথম শুক্রবার রাতটির ব্যাপারে তোমরা অলসতা করো না। কারণ, ফেরেশ্‌তাগণ এ রাতটিকে রাগায়িব বলে অভিহিত করেন। এ রাতের শেষভাগে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রাপ্ত এমন কোনো ফেরেশ্‌তা বাকি থাকে না যারা কা'বা শরীফ এবং তার চারপাশে এসে একত্রিত না হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকিয়ে দেখে ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেন, হে আমার ফেরেশ্‌তাগণ, তোমরা যা খুশি আমার নিকট চাও। তারা বলেন, হে আল্লাহ! তোমার নিকট দরখাস্ত পেশ করছি, যে সকল লোক রজব মাসে রোযা রাখে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঠিক আছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিনে রোযা রাখবে এবং শুক্রবার রাতে মাগরিব ও 'ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বারো রাকআত সালাত আদায় করবে।"[৬০]

৭. "নিশ্চয় রজব একটি মহান মাস। যে ব্যক্তি এ মাসের কোনো একদিন রোযা রাখবে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার 'আমলনামায় এক হাজার বছরের সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।" হাদীসটি জাল।[৬১]

রজব মাস সম্পর্কে এখানে মাত্র কয়েকটি প্রচলিত জাল হাদীস উপস্থাপন করা হলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন আরও বহু জাল হাদীস বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, রজব মাসে বিশেষ সালাত, সিয়াম ও 'ইবাদত-বন্দেগী নেই; বরং এ প্রসঙ্গে অনেক বানোয়াট ফযীলতের কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দান করুন –আমীন। ❑

---

[৫০] *তাবয়ীনুল 'আজব- ১৩-১৫ পৃ.।*

[৫১] *আল মাওযূয়াত- ২/২০৫-২০৬ পৃ.।*

[৫২] *মাওযূআত- ৬১ পৃ.।*

[৫৩] *আল লাআলী আল মাসনূআহ- ২/১১৪ পৃ.।*

[৫৪] *তাবয়ীনুল আজাব- ১৭ পৃ.।*

[৫৫] *আল মাওযূয়াত- ২/২০৬।*

[৫৬] *আল লাআলী আল মাসনূআহ- ২/১১৫।*

[৫৭] *আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুয়াহ- ১০০ পৃ., হা. ২২৮ এবং তাবয়ীনুল আজাব- ১৮ পৃ.।*

[৫৮] *এটি একটি বানোয়াট হাদীস। দ্রষ্টব্য : ইবনুল জাউযী (রাহিমাহুল্লাহ-র) মাওযূয়াত- ২/১২৩ পৃ., তাবয়ীনুল আজাব- ২০ পৃ., আল ফাওয়াইদুল মাজমূয়াহ- ৪৭পৃ., জাল হা. ১৪৪।*

[৫৯] *হাদীসটি জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনু জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ-র) আল মাওযূয়াত- ২/১২৪ পৃ.। শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ-র) আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুয়াহ- ৪৭ পৃ. এবং তাবয়ীনুল আজাব- ২১ পৃ.।*

[৬০] *এ হাদীসটি জাল। দ্রষ্টব্য : ইবনুল জাওযী রচিত আল মাওযূয়াত- ২/১২৪-১২৬। তাবয়ীনুল আজাব- ২২-২৪ পৃ.। আল ফাওয়ায়িদুল মাজমূয়া- ৪৭-৫০ পৃ., জাল হা. ১৪৬।*

[৬১] *এ হাদীসটিকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনু জাওযী। আল মাওযূয়াত- ২/২০৬-২০৭। সূয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ-র) আল লাআলী আল মাসনূআহ- ২/১১৫ পৃ.। শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ-র) আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুয়াহ- ১০১ পৃ., জাল হাদীস নং- ১৪৫ এবং তাবয়ীনুল আজাব- ২৬ পৃ.।*

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা

মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি

ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ*

[পঞ্চম পর্ব]

সামরিক ব্যবস্থা : ইয়াসরিবের সামরিক ব্যবস্থাপনা ছিল মক্কার মতোই। অর্থাৎ- নগরের চারপাশে কোনো দেয়াল ছিল না। যেমনটা সে সময়ের স্বাভাবিক চিত্র ছিল। তবে এর পরিবর্তে ইয়াহূদী ও আরবরা নিজ নিজ গোত্রের সুরক্ষার জন্য শক্ত পাথর দিয়ে দূর্গ ও টিলা নির্মাণ করেছিল।[৬২]

এসব দূর্গেই ইয়াহূদীরা তাদের সম্পদ, ফল-ফসল ও মূল্যবান জিনিসপত্র গচ্ছিত রাখত এবং নিজেরাও রাত্রি বেলায় সেখানে রাত যাপন করত। প্রত্যুষের পূর্বে দূর্গ থেকে তারা বের হতো না।[৬৩]

সিরাহ্র কিতাবগুলো ইয়াহূদীদের নির্মিত দূর্গসমূহের বর্ণনা দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল কা'ব ইবনু আশরাফের (মৃ. ৩ হি.) দূর্গ এবং বানী কুরাইযার দূর্গ।[৬৪]

স্থানীয় আরবদেরও অনেক দূর্গ ছিল। কারণ আউস ও খাযরায গোত্রদ্বয়ের যুদ্ধই তাদেরকে (নিরাপত্তার জন্য) তাদের দূর্গ নির্মাণ ও হিফাযত করতে বাধ্য করেছিল। তারা যেসব দূর্গ ও টিলার আশ্রয় থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করত, এমনকি তারা الأطام। عام বা টিলার বছর নামে বছর গণনাও শুরু করেছিল।[৬৫]

সেসব টিলার মধ্যে ৪ হিনাজির টিলাসমূহ ছিল বিখ্যাত। সিরাহ্র কিতাবগুলোতে আরো কতিপয় টিলার বিবরণ পাওয়া যায়।[৬৬]

যুদ্ধের ময়দানে ইয়াসরিববাসী ধৈর্য্য ও সাহসিকতার চরম পরাকাষ্টা প্রদর্শন করতে পারত। কারণ তাদের নিজেদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের মাধ্যমেই তারা সামরিকভাবে অনন্য হয়ে উঠেছিল। এজন্যই বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে তারা নবী (ﷺ)-কে এ কথা বলতে পেরেছিল যে,

وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عَدُوَّنَا غَدًا، إِنَّا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ، صُدُقٌ فِي اللِّقَاءِ.

"শত্রু আমাদের মুখোমুখি হোক –তা আমরা মোটেও অপছন্দ করি না। যুদ্ধে আমরা ধৈর্য্যের পরাকাষ্টা প্রদর্শনকারী, লড়াইয়ে আমরা সত্যবাদী।"[৬৭]

সামরিক শক্তিতে ইয়াসরিব এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিল।[৬৮]

কারণ তাদের কাছে এমন অস্ত্র মজুদ ছিল যা দ্বারা বাইরের শক্তিকে পরাভূত করা যায়।[৬৯]

উল্লেখ্য, ইয়াসরিবে ছিল অস্ত্র তৈরির কারখানা। বিশেষ করে যুদ্ধ-বর্ম তৈরিতে প্রসিদ্ধ। ইয়াহূদীরা অস্ত্র নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিল। তেমনি ইয়াসরিবের তৈরি তীর ছিল বিখ্যাত; যা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে সে সময় বিবেচিত হতো।[৭০]

ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, যুদ্ধের সাল নির্ধারণ, নেতৃত্ব, দায়িত্ব ও খরচাদী গোত্র প্রধানরাই নির্বাহ করত। ইসলাম-পূর্ব ইয়াসরিবের যুদ্ধ পাঠ এমনটাই বলে। তাদের সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল বুআস-এর যুদ্ধ। অতঃপর ইসলামের আগমন হয়।[৭১]

মোটকথা, ইয়াসরিববাসী একক নেতৃত্বের অধীনে আসতে পারেনি। কেন্দ্রীয় কোনো শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। যেমনটি ছিল মক্কায়। তাদের সামাজিক অবস্থান ছিল আরব উপদ্বীপের বেদুঈন গোত্রগুলোর মতোই। অর্থাৎ- প্রত্যেক গোত্রের একজন শেখ বা প্রধান। প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব নিয়ম-কানুন ও স্বাধীনতা। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, কৃষি নির্ভর অর্থ ব্যবস্থার কারণে তারা এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তর হতো না।

রাসূল (ﷺ)-এর যুগে শাসনব্যবস্থা

এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী দাওয়াহ'র পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে।

প্রথমত : হিজরত পূর্ব মক্কায় ইসলামী দাওয়াহ,

দ্বিতীয়ত : হিজরত পূর্ব ইয়াসরিবে ইসলামী দাওয়াহ,

তৃতীয়ত : নবী (ﷺ)-এর হিজরত প্রসঙ্গ,

চতুর্থত : হিজরত পরবর্তী মদীনায় রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা।

---

* *শিক্ষক : মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[৬২] *তারিখে তবারি- ২/৫৭৫।*

[৬৩] *আল মাগাযী- পৃ. ১৮৪।*

[৬৪] *আল মাগাযী- পৃ. ১৮৪।*

[৬৫] *আত্ তানবীহ ওয়াল ইশরাফ- মাসউদী, পৃ. ১৭৬, ১৭৭।*

[৬৬] *তাজুল আরুস- যাবীদি, '/২১৭।*

[৬৭] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৬১৫; তবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/২১৭।*

[৬৮] *আল ইমতা- মাকরিযি, ১/৩৬৪।*

[৬৯] *ঐ- ১/৩৬৪।*

[৭০] *তাখরীজ- খুযাঈ, পৃ. ৭২৮।*

[৭১] *আল কামিল- ১/৬৫৯।*

প্রথমত : হিজরত পূর্ব মক্কায় ইসলামী দাওয়াহ'র পরিচালন পদ্ধতি : মক্কায় দা'ওয়াহ পরিচালনার জন্য একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা ছিল প্রথম লক্ষ্য। এর মাধ্যমে মূলত মক্কায় দা'ওয়াহ ইসলামীয়ার সূচনা থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়, ঘটন-অঘটন সম্পর্কে আমরা জানতে পারব। মক্কার এই যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগ হলো– গোপনীয় দা'ওয়াহ বা ব্যক্তিগত দা'ওয়াহ। দ্বিতীয় ভাগ বা পর্যায় হলো– প্রকাশ্য বা সামষ্টিক দা'ওয়াহ। এই দু'টি ভাগের প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট ও অবস্থা রয়েছে। দা'ওয়াহ'র প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ- ব্যক্তিগত দা'ওয়াহ'র জন্য অবশ্যই নবী (ﷺ) তাঁর পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এমন আপনজনকে টার্গেট করেছিলেন যাদের উপরে তিনি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। এ জন্যই তিনি সর্বপ্রথম স্ত্রী খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (মৃ. নবুওয়াতের ১০ম বছর)-এর নিকট দা'ওয়াহ পেশ করলেন। তিনি ঈমান আনলেন। অতঃপর ঘনিষ্ট বন্ধু আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকটে পেশ করলেন। তিনিও ঈমান গ্রহণ করলেন। এরপর চাচাতো ভাই 'আলী ইবনু আবূ ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সামনে পেশ করলেন। তিনিও তা গ্রহণ করলেন। এই তিনজনের মাধ্যমেই দা'ওয়াহ'র সূচনা হয়।[৭২]

দা'ওয়াহ'র এই পর্যায়ে নবী (ﷺ)-কে খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হয়েছে। কারণ মক্কাবাসীর 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস, আদর্শ-চেতনা ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি এমনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যেন বীজ অঙ্কুরোদগমের পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে না যায়। এ ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক গোপনীয়তা ও সুকৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। কারণ দা'ওয়াহ'র জন্য এমন একটি ভূমির প্রয়োজন ছিল যেখানে তিনি দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।[৭৩]

এই অবস্থান গ্রহণ কোনো জড়তা বা নেতিবাচক পরিস্থিতি ছিল না; বরং একটি ইতিবাচক ও ফলদায়ক ছিল এই অবস্থান। কেননা আমরা দেখি যে, এই গোপনীয় দা'ওয়াহ ছিল পরবর্তী ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি বা প্রাথমিক প্রস্তুতি।[৭৪]

গোপনীয়তার সাথে ইসলামী দা'ওয়াহ পরিচালনার জন্য নবী (ﷺ) এমন একটি বাড়ী নির্বাচন করলেন যেখানে বসে তিনি অত্যন্ত সঙ্গোপনে দা'ওয়াহ'র কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, সাহাবায়ে কিরামকে প্রশিক্ষিত করে তুলবেন, সর্বোপরি, তাদেরকে মুশরিকদের নির্যাতন থেকে বাঁচাতে পারবেন। যে লক্ষ্যে তিনি আরকাম ইবনু আবিল আরকাম (মৃ. ৫৩ হি.)-এর বাড়ীকেই নির্বাচন করলেন।

গোপনীয় দা'ওয়াহ'র সেই সময়কালের কর্মসূচির ব্যাপারে সিরাহ'র উৎসগুলো সুবিন্যস্ত কোনো বর্ণনা দিতে পারেনি। বর্ণনাগুলো অনেকটাই এলোমেলো। তবুও আমরা এসবের সার-নির্যাস বের করার প্রয়াস পাব। আর এই গোপনীয়তা কতদিন অব্যাহত ছিল এবং কবে শেষ হয়েছিল সে সম্পর্কেও নির্ভরযোগ্য ও নির্দিষ্ট বর্ণনা নেই। তবুও প্রসিদ্ধ (এবং সেটিই নির্ভরযোগ্য মত বলে ধরে নেয়া হয়) হলো তিনি তিন (০৩) বছর আরকাম ইবনু আবিল আরকামের গৃহে গোপনীয় দা'ওয়াহ'র কর্মসূচি চালিয়ে গেছেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির তৃতীয় বছর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলমান ছিল, এটিই ছিল দা'ওয়াহ'র প্রাথমিক পর্যায় বা ভিত্তি যুগ।

উল্লেখ্য, নবী (ﷺ) কখন সেই গৃহে গমন করতেন, দিনে না রাতে এবং কতক্ষণ অবস্থান করতেন আর নও-মুসলিমরা কিভাবেই বা সেখানে একত্রিত হতেন সেসবরেও বিস্তারিত বিবরণ সিরাহ'র কিতাবগুলোতে অনুপস্থিত। তবে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, নবী (ﷺ) একেবারেই আত্মগোপনে চলে যাননি। কারণ এমনটা করলে মুশরিকদের সন্দেহের মাত্রা বেড়ে যেত। কারণ তিনি মক্কার একজন প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

আমরা যদি দারুল আরকাম সম্পর্কে বর্ণিত রিওয়াতগুলো অনুসন্ধান করি তাহলে দেখব যে, নবী (ﷺ) কেন দারুল আরকামকে তাঁর দা'ওয়াতী মিলনের প্রথম পাদপীঠ হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। কি ছিল এর পেছনের কারণ !

১ম কারণ : আরকাম প্রথম থেকেই যে মুসলিম ছিলেন তা নয়।[৭৫] কাজেই কুরাইশদের মনে এ কথা কখনো কল্পনায় আসেনি যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের সাথে সেখানে মিলিত হয়।

২য় কারণ : আরকাম ছিলেন বানু মাখযুমের। আর বানু মাখযুম সর্বদাই বানু হাশেমের সাথে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। *[নবী (ﷺ) ছিলেন বানু হাশিমের]*[৭৬] অর্থাৎ- বানু মাখযুমের কারো বাড়িতে এমন কাজের জন্য একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো নিজেকে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড় করানোর শামিল। কাজেই কুরাইশদের নবী (ﷺ)-কে সন্দেহের কোনো কারণ বর্তমান ছিল না।

৩য় কারণ : আরকাম যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন ছিলেন ১৭ বছরের কিশোর মাত্র। কুরাইশরা কখনোই

[৭২] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৪০, ২৪৫।*
[৭৩] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৬২।*
[৭৪] *মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ- মুহাম্মদ সাদিক উরজুন, ১/৫৯৬।*
[৭৫] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৫৩।*
[৭৬] *উসদুল গবাহ- ইবনু হাজার, ১/৬০।*

ভাবতে পারেনি যে, মাত্র ১৭ বছরের এক কিশোরের গৃহে বসে মুহাম্মাদ এবং তার সাথীবর্গ মিলে নতুন একটি দ্বীনের প্রচারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা অনুসন্ধান করলে অবশ্যই নেতৃস্থানীয় ও বয়স্ক ব্যক্তির বাড়ীতেই অনুসন্ধান চালাত।[৭৭]

৪র্থ কারণ : আরকামের গৃহটি এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে সন্দেহ করার কোনো অবকাশই ছিল না। ইবনু সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) উল্লেখ করেন, আরকামের গৃহটি ছিল সাফা পর্বতের কাছেই। অর্থাৎ- দারুন নাদওয়ার (কুরাইশ পার্লামেন্ট) ঠিক বিপরীত পাশে।[৭৮]

কাজেই তা ছিল সন্দেহের ঊর্ধ্বে। কারণ এ কথা কখনো কল্পনায় ছিল না যে, শত্রুর নাকের ডগায় বসে নবী (ﷺ) একটি পূর্ণ ও বৃহত্তর বিপ্লবের ভিত্ রচনা করে চলছেন। এ জন্যই কুরাইশরা দারুল আরকামকে কখনোই সন্দেহের চোখে দেখেনি; বরং তারা শুধু এতটুকু সন্দেহ করত যে, সাফা পর্বতের কোথাও কিছু একটা হচ্ছে। এর প্রমাণ হলো– 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলেন, তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি সাফা পর্বতের কোনো একটি গৃহে যাও, সেখানেই তার সাক্ষাত পাবে।[৭৯]

গোপনীয় এই দাওয়াহ'র প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসীর। এই দা'ওয়াই কুরাইশ তরুণদের চিন্তার জগতকে আলোড়িত করেছে। বিবেককে করেছে শাণিত।[৮০] কুরাইশ নেতৃস্থানীয় অনেককেই এই দা'ওয়াতই তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেছে।[৮১] তেমনি মক্কার বহিরাগত অনেকেরই ঈমানী পিপাসা নিবারণ করেছে।[৮২]

উল্লেখ্য, এই সময়ে কুরাইশ ও মুসলিমদের মাঝে কোনো বিবাদ হয়নি। অর্থাৎ- মুসলিমগণ কুরাইশদের কোনো বিষয়ে নাক গলাতেন না। তারা সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করে তাদের দা'ওয়াহ'র কাজ চালিয়ে যেতেন।

গোপনীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে তিন বছর দা'ওয়াহ'র পর আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ)-কে নির্দেশ দিয়ে বললেন,

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

"আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।"[৮৩]

এবার শুরু হলো প্রকাশ্য দা'ওয়াহ। মক্কা তাওহীদের প্রকাশ্য দা'ওয়াতে প্রকম্পিত হলো। শুরু হলো নতুন অভিযাত্রা।[৮৪]

নবী (ﷺ) দা'ওয়াহ'র এই পর্যায়ের জন্য একটি স্থান নির্বাচন করলেন। তেমনি নির্ধারণ করলেন দা'ওয়াহ'র কথামালা। তিনি সাফা পর্বতের চূড়ায় উঠলেন। মক্কাবাসী সাফা পর্বতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শোনার আগ্রহে একত্রিত হতো। এবার তিনি উচ্চ আওয়াজে ডাকলেন, "হে সকালের বিপদ!" কারণ এই শব্দ দিয়েই অত্যাসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করা হতো। যেন তিনি বুঝাতে চাইলেন, আজকের সকাল অন্যান্য দিনের সকালের মতো নয়। আজকের সকাল একটি গুরুত্বহ সকাল।

ইতিহাসের উৎস গ্রন্থসমূহের বর্ণনা মতে, নবী (ﷺ) উকায বাজারে গিয়ে আগত লোকদেরকে বলতেন,

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُوْلُوْا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا وَتَمْلِكُوْا".

"হে লোকেরা ! বলো আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো উপাস্য নেই, তবেই তোমরা সফলকাম হবে এবং রাজত্ব লাভ করবে।"

কিন্তু আবূ লাহাব রাসূলের পিছু নিয়ে লোকদেরকে বলত, তোমরা তার কথায় কান দিও না, সে মিথ্যাবাদী।[৮৫]

এ জন্য দা'ওয়াহ'র এই পর্যায়ে নবী (ﷺ)-কে অত্যন্ত কোমল পন্থা অবলম্বন করতে হয়। অতঃপর তিনি একদা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরকে দাওয়াত করে খাওয়ালেন। সকলেই খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো। নবী (ﷺ) এই সুযোগে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াহ দিলেন।[৮৬]

নবী (ﷺ) উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর প্রদত্ত দা'ওয়াহ একটি মারাত্মক ঝুঁকির দিকে অগ্রসরমান, কাজেই এখন সবর ও আত্মসংবরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের উপযুক্ত সময়। বিশেষত তিনি তার গোত্রের সাথে কোনোভাবেই বিবাদে লিপ্ত হতে চাচ্ছিলেন না। তিনি এতটাই বিচক্ষণতা ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিচ্ছিলেন যে, গোত্রের সাথে যেন কোনোভাবেই শত্রুতার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু কুরাইশরা দেখল যে, মুহাম্মাদের দা'ওয়াহ তাদের চলমান সামাজিক অবকাঠামোর ভিত প্রকম্পিত করে তুলছে। কুরাইশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়ে উঠছে।

ইতিহাসের উৎস গ্রন্থগুলো বলছে, নবী (ﷺ)-এর নতুন দা'ওয়াহ'র ফলে যে মহাবিপ্লবের সূচনা হচ্ছিল তা রুখে

---

[৭৭] *উসদুল গবাহ- ইবনু হাজার, ১/৬০।*
[৭৮] *তবাকাত- ইবনু সা'দ, ৩/২৪৩।*
[৭৯] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/১৪৫।*
[৮০] *যেমন- 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মুসআব ইবনু 'উমাইর, আরকাম ইবনু আবিল আরকাম প্রমুখ। সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৫৩।*
[৮১] *যেমন- আবূ বক্‌র সিদ্দীক, 'উসমান, হামযাহ্, 'উমার। সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৪৯।*
[৮২] *যেমন- আবূ যার গিফারী, বিলাল হাবশী। সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৬১।*
[৮৩] *সূরা আশ্ শু'আরা- : ২১৪।*
[৮৪] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/২৬২।*
[৮৫] *তবাকাত- ইবনু সা'দ, ১/২০০, মা. শা., ১/২১৬।*
[৮৬] *তারিখ- ইয়াকুবি, ২/২৫; তারিখ- তবারি, ২/৩২১।*

দিতে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে অবহেলা করেনি। ইবনু সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) নবী (ﷺ)-কে হত্যা করে ইসলামী দাওয়াহ্কে চিরতরে মিটিয়ে দেবার কুরাইশী ষড়যন্ত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বলাবলি করল যে, মুহাম্মাদকে হত্যা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু আবূ ত্বালেব শক্ত পায়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। মক্কাবাসীর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে তিনি বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবের তরুণদের একত্রিত করে তাদের সবার হাতে নাঙ্গা তরবারি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, যাও, মুহাম্মাদকে রক্ষা করো। আর মক্কাবাসীকে হুমকি দিয়ে বললেন, "আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি তাকে হত্যা করো তাহলে আমি তোমাদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখব না। শেষ পরিণতি এই হবে যে, তোমরা আমরা কেউ বাঁচতে পারব না।" তার এই হুমকি শুনে মক্কাবাসী ভয় পেয়ে গেল এবং এই হুমকির কারণেই নবী (ﷺ)-কে হত্যা করতে তাদের হাজারবার চিন্তা করতে হয়েছে।[৮৭]

দাওয়াহ'র এই পর্যায়ে নবী (ﷺ)সাহাবাগণকে কাফিরদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে দিতেন না। কুরআন বলছে,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

"তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্তসমূহ সংযত রাখো এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করো ও যাকাত প্রদান করো। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফর্য করে দেয়া হলো তখন তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগল; বরং তদপেক্ষাও অধিক; এবং তারা বলল : হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফর্য করলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলেন না? তুমি বলো : পার্থিব আনন্দ খুবই সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খেজুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না।"[৮৮]

সম্ভবত এর হিকমত ছিল সাহাবাগণকে প্রস্তুত করা, তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা। কারণ আরবদের কখনোই এত ধৈর্য্য ছিল না যে, কেউ তাকে অপমান করবে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটিয়ে বেড়াবে অথবা তাকে আঘাত করবে, আর সে চুপচাপ বসে থাকবে। নবী (ﷺ) তাদেরকে ঠিক সেই প্রশিক্ষণই দিচ্ছিলেন যা তাদের ব্যক্তিত্বকে শাণিত করে তুলেছে। অন্যদিকে, এমন নিরব দা'ওয়াহ মক্কার সেই উত্তপ্ত পরিবেশে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, দাওয়াহ'র এই কৌশল মক্কাবাসীকে হত্যা হতে বিরত রেখে নওমুসলিমদের প্রতি জেদ, হঠকারিতা ও তাদেরকে আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করতে এবং প্রত্যেক বাড়ীতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত, যেহেতু মক্কায় কোনো কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উপস্থিতি ছিল না, অথবা মক্কা কোনো সাম্রাজ্যের অধীন ছিল না, তদুপরি আরব কবীলার ঐতিহ্যগতভাবেই মযলুমের পক্ষে অবস্থান নেয়া ইত্যাদি কারণেই স্বল্পসংখ্যক ও দুর্বল মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশের ব্যবস্থা গ্রহণও সহজ ছিল না। কারণ ঐ স্বল্প সংখ্যক মুসলিমদের প্রায় সবাই ছিল মক্কার স্থানীয়। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিণতি হবে পুরো এলাকা ধ্বংস হওয়া। এমতাবস্থায় নবী (ﷺ)-এর দা'ওয়াতী কৌশল যে কত বিজ্ঞোচিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেহেতু ইসলাম তখনও শিশু অবস্থায় ছিল, যার শেকড় এখনও যমীনের গভীরে পৌঁছে শক্ত হয়নি এবং তার শাখা-প্রশাখা উদগত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে আসমান পর্যন্ত বিস্তৃতও হয়নি।

তবে, মুসলিমরা ভয়াবহ নির্যাতন ও অবর্ণনীয় কষ্টের মুখোমুখি হয়। এমনকি তারা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একাধিকবার নবী (ﷺ)-এর কাছে অনুযোগ পেশ করে। ইমাম বুখারী (রহ.) খাব্বাবের সেই অনুযোগের কথা উল্লেখ করেন।[৮৯]

ইমাম নাসায়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-ও (মৃ. ৩০৩ হি.) সাহাবীদের অনুযোগ উল্লেখ করেছেন। সাহাবীরা অনুযোগ করে বলেছিলেন,

إِنَّا كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُوْنَ، فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً.

"আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন সম্মানের সাথে ছিলাম। ঈমান আনার পর আমরা হলাম লাঞ্ছিত।"

তাদেরকে সান্তনা দিয়ে নবী (ﷺ) বলেছিলেন,

«إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلُوْا».

---

[৮৭] *তবাকাত- ইবনু সা'দ, ১/৩০১-৩০৩; আল মাগাযী- ইবনু ইসহাক, পৃ. ১৬৬, ১৬৭; তারিখ- ইয়াকুবি, ২/২৮; সিরাত- ইবনু হিশাম, ১/২৬৮।*

[৮৮] *সূরা আন্ নিসা : ৭৭।*

[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯৪৩।*

"আমাকে ক্ষমা/এড়িয়ে যেতে আদেশ করা হয়েছে। কাজেই এখন তোমরা যুদ্ধে জড়িও না।"[৯০]

মক্কার ঐসব লোকেরাই রাসূলের বেশি বিরোধীতা করত যারা বানু হাশিমের সাথে নেতৃত্বের বিষয়ে পূর্ব থেকেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল এবং এই বিরোধীতা (অনেক সময়) 'আক্বীদার বিরোধীতা ছিল না। ছিল নেতৃত্বের বিরোধীতা। যেমন- ইবনু ইসহাক (মৃ. ১৫১ হি.) বর্ণনা করেছেন, আবূ জাহল বলেছিল, আমরা এবং বানু আবদে মানাফ ছিলাম নেতৃত্বের প্রতিযোগী। তারা মানুষকে খাওয়ায়, আমরাও খাওয়াই, তারা যুদ্ধ করে, আমরাও যুদ্ধ করি। তারা দান করে, আমরাও দান করি, তারা এবং আমরা প্রতিযোগিতায় প্রায় সমান সমান অবস্থানে চলে এসেছি, তখনই তারা দাবি করছে যে, তাদের বংশে একজন নবীর আবির্ভাব হয়েছে; আসমান থেকে যার নিকট ওহী আসে! (এই যদি হয়) তাহলে কখন আমরা তাদের নাগাল পাব? মহান আল্লাহর শপথ! আমরা কখনোই তাকে বিশ্বাস করব না এবং ঈমান আনব না।[৯১]

কিন্তু ইসলামী দা'ওয়াহ'র গতিরোধ করতে মক্কাবাসী সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করল। দরিদ্র ঈমানদারদের উপরে চলল নির্যাতনের ষ্টীম রোলার।[৯২]

নবী (ﷺ) তাঁর সাহাবীদেরকে বাঁচাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন, ধনী সাহাবীগণ দারিদ্র ও দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ সাহাবীগণকে আযাদ করলেন। আবূ বক্র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একাই সাত (০৭) জন নওমুসলিম দাসকে আযাদ করলেন।[৯৩]

আবার অনেক মুসলিম আত্মরক্ষার জন্য কোনো কোনো মুশরিকের নিরাপত্তা গ্রহণ করল। যেমন- 'উসমান ইবনু মাযউন (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ওলীদ ইবনু মুগীরার নিরাপত্তায়, আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু দুগিন্নার নিরাপত্তায় (পরে তিনি অবশ্য তা ফিরিয়ে দিয়েছেন) মক্কায় অবস্থান করলেন।[৯৪]

এতকিছুর পরেও মক্কায় থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই নবী (ﷺ) নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে অনেক সাহাবাকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ করলেন। এতে নবী (ﷺ)-এর উন্নত চিন্তাভাবনা, বিচক্ষণতা ও সফল নেতৃত্বের পরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি সফলতার সাথে তার মিশন পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি মক্কার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর তিনি জানতেন যে, হাবশায় যে রাজা আছেন তিনি যুল্‌ম করবেন না।[৯৫]

হাবশায় হিজরতের ফলে মক্কায় হৈ চৈ পড়ে যায়। মক্কার সামাজিক বন্ধনে চিড় ধরা শুরু করে। কারণ অনেক নেতৃত্বস্থানীয় মুশরিকের সন্তানেরা তাদের ঈমান-'আক্বীদাহ্ নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে –এই অবস্থার ফলে মক্কা প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হয়।

এই হিজরতের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমদের জন্য হাবশার রাজার সহযোগিতা আদায়। কারণ নবী (ﷺ) সেখানের রাজার উদ্দেশ্যে যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি লিখেন,

وقد بعثك إليك ابن عمي جعفرا ونفرا معه من المسلمين جا ؤوك فأ قرهم.

"আমি আমার চাচাতো ভাই জা'ফারকে এবং তার সাথে একদল মুসলিমকে আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। তারা আপনার কাছে আসলে আপনি তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন।"[৯৬]

হাবশায় হিজরতের আরেকটি উপকারিতা এভাবে অর্জিত হয় যে, হিজরতের সংবাদ যখন মক্কাসহ আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সকলেই এই নতুন ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে যে, কি সেই ধর্ম যার কারণে মক্কার স্থানীয় লোকদেরকে নিজের বাপ-দাদার ভিটে-মাটি বিসর্জন দিয়ে হিজরত করতে হলো। ফলে নবী (ﷺ)-এর দা'ওয়াহ, যা এতদিন কেবল মক্কাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা পুরো আরব উপদ্বীপে আগ্রহ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে উঠল। এদিকে মক্কার নেতৃবর্গও টের পেল যে, এই হিজরত তাদের নেতৃত্বের জন্য চরম হুমকি। কাজেই তারা তাদের রীতি অনুযায়ী হাবশার রাজা নাজ্জাসীর উদ্দেশ্যে রাজকীয় উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করল। যেন তারা নাজ্জাসীকে বুঝিয়ে মুসলিমদেরকে মক্কায় ফেরত নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নাজ্জাসীর সম্মুখে কুরাইশ প্রতিনিধিদলের পেশকৃত দলিলের চেয়ে মুসলিমদের দলিল ছিল বেশি শক্তিশালী। ফলে কুরাইশ প্রতিনিধিদল ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। আর এতে নবী (ﷺ)-এর আশ্বাস "সেখানে এমন এক রাজা আছেন যিনি যুল্‌ম করেন না" –এর বাস্তব প্রতিফলন হলো।[৯৭]

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

---

[৯০] *আন্ নাসায়ী- হা. ৩০৮৬, সহীহ; বাইহাক্বী- হা. ১৮১৯৭।*
[৯১] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৩১৬।*
[৯২] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৩১৬।*
[৯৩] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৩১৭-৩২১।*
[৯৪] *ঐ; আনসাব- বালাযুরি, ১/১৯৪, ১৯৫।*
[৯৫] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৩২১; তাবাকাতে ইবনু সা'দ- ১/২০৩-২০৪।*
[৯৬] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ২/৩২২ আনসাব- বালাযুরি, ১/২০৫, ২০৬।*
[৯৭] *বাইহাক্বী- দালাইলুন নবুওয়াহ, ২/২০৯; হুবহুল আ'শা- কালকাশান্দী, ৬/৩৭৯।*

সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা

শাইখ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ)

অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

[২য় পর্ব]

সালাফি পরিচয় দেওয়া যাবে কী?

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর জন্য নিজেদেরকে সালাফী পরিচয় দেওয়া বা সালাফী নাম ধারণ করা কোনোক্রমেই বিদআত নয়; বরং তা বৈধ। কারণ সালাফী পরিভাষা হুবহু আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ-এর পরিভাষার মতোই। আর উভয় পরিভাষা সাহাবীগণের উপর একত্রে ব্যবহার হয়। একটু চিন্তা করলে উক্ত বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় অর্থাৎ- তারাই সালাফ এবং তারাই আহলুস সুন্নাহ। সুতরাং যেভাবে আহলুস সুন্নাহর দিকে সম্পৃক্ত করে "সুন্নী" বলা আমাদের জন্য বিশুদ্ধ, ঠিক সেভাবে সালাফদের দিকে সম্পৃক্ত করে সালাফী বলাও আমাদের জন্য বিশুদ্ধ, কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উম্মতের মাঝে বিভিন্ন ফির্কা সৃষ্টি হওয়া এবং বিভক্তি ঘটার পর "সালাফ" দ্বারা এমন লোকদেরকে বোঝানো হতে লাগল যারা সাহাবীগণ ও শ্রেষ্ঠ যুগের মনীষীদের বুঝ অনুযায়ী সঠিক 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজের উপর চলত। আর সালাফ পরিভাষাটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যান্য শরীয়তসিদ্ধ নামসমূহের সমার্থক নাম হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

لَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ وَاعْتَرَى إِلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُوْلُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُوْنُ إِلَّا حَقًّا.

এটা কোনো ব্যক্তির জন্য দোষের নয় যে, সে সালাফদের মাযহাবকে তুলে ধরবে, তার সাথে সম্পৃক্ত হবে, তার দিকে নিসবত করবে; বরং তার থেকে সেটা মেনে নেওয়া আবশ্যক; কারণ সালাফদের মাযহাব কেবল সত্যই হয়ে থাকে। আস-সাম'আনী তাঁর "আল আনসাব" গ্রন্থে বলেছেন,

السلفي هذع النسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم.

'সালাফী' এটি সালাফদের সাথে নিসবত বা সম্পৃক্ত এবং যেভাবে সালাফদের থেকে শ্রুত হয়েছে সেভাবে তাদের মাযহাবকে অনুসরণ করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ তার কতিপয় গ্রন্থের মাঝে 'সালাফিয়্যাহ' উপাধিটি ব্যবহার করেছেন ঐসব লোকদের উপর যারা আল্লাহ তা'আলার 'উলু তথা উপরে থাকা বিষয়ে সালাফদের বক্তব্য অনুযায়ী কথা বলেছেন। ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লা-হ) তার 'সিয়ার' গ্রন্থে (১২/৩৮০) বলেছেন : আল-হাফেয লকবের জন্য প্রয়োজন হলো মুত্তাকী, মেধাবী ও সালাফী হওয়া। তিনি তার 'সিয়ার' কিতাবে (১৬/৪৫৫৭) ইমাম দারাকুতনী সম্পর্কে লিখেছেন : লোকটি কখনো 'ইল্মুল কালাম ও 'ইল্মুল জাদাল তথা তর্ক শাস্ত্রে প্রবেশ করেননি এবং সে বিষয়ে নিমগ্ন হননি বরং তিনি ছিলেন সালাফী।

শাইখ 'আব্দুল 'আযীয (রহিমাহুল্লা-হ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : যে নিজেকে সালাফী বা আসারী বলে তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? এটা কি প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত? তিনি উত্তরে বলেন :

إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري تزكية لا بد تزكية واجبة.

"যখন সে সত্যই আসারী কিংবা সালাফী হবে তখন এটাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- সালাফগণ বলতেন : অমুক ব্যক্তি সালাফী; অমুক ব্যক্তি আসারী। এ প্রশংসার অবশ্যই দরকার রয়েছে। এ প্রশংসার আবশ্যকতা রয়েছে।"

শাইখ আল্লামা সালেহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান, তার লিখিত 'আল-আজওয়িবাতুল মুফীদাহ' গ্রন্থে (পৃ. ১০৩)। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : সালাফিয়্যাহ কী? এবং সালাফী মানহাজে চলা এবং সেটা আঁকড়ে ধরা কি অবশ্যক? তিনি জবাবে বলেন :

"السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج".

"সালাফিয়্যাহ হলো বিশ্বাস, বুঝ ও আচরণে সালাফদের তথা সাহাবী, তাবেঈ ও শ্রেষ্ঠ শতাব্দীসমূহের লোকদের মানহাজের উপর চলা এবং প্রতিটি মুসলিমের উপর এই মানহাজের উপর চলা আবশ্যক।"

* *অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া। উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা।*

এসব শীর্ষ উলামায়ে কিরাম ও অন্যান্যরা কখনো সালাফী, সালাফিয়্যাহ ও সালাফিয়্যিন উপাধি ব্যবহারে কোনো সমস্যা মনে করেননি। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন সব লোক, যারা সালাফদের মানহাজ ও তরীকায় চলে, তা আঁকড়ে ধরে থাকে। সুতরাং সালাফদের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সালাফি লকব ধারণ করা ও তা দ্বারা পরিচয় দেওয়া বৈধ।

মানহাজুস সালাফ কি?

সালাফগণ 'আক্বীদাহ্, মু'আমালাত, আখলাক-চরিত্রে এমনকি সর্বাবস্থায় যে পথে চলেছেন তাকে মানহাজুস সালাফ বলে।

আর এ মানহাজটি সরাসরি কিতাব-সুন্নাহ থেকে গৃহীত। কেননা তারা রাসূল (ﷺ) নিকটেই থাকতেন, ওহী নাযিল হওয়ার যুগের ছিলেন এবং সরাসরি রাসূল (ﷺ) থেকে 'ইল্‌ম গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই তাদের প্রজন্মই হলো, সবচেয়ে উত্তম প্রজন্ম এবং তাদের মানহাজ-ই হলো সর্বোত্তম মানহাজ।

১. সুতরাং 'আক্বীদার ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজ হলো– সালাফদের বুঝের আলোকে শুধুমাত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে 'আক্বীদাহ্ গ্রহণ করা।

'আক্বীদার ক্ষেত্রে সহীহ সুন্নাহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা। চাই তা খবরে মুতাওয়াতির হোক বা খবরে আহাদ। ওহী হিসেবে যা এসেছে সেগুলো স্বীকার করা। আকল দ্বারা তা প্রত্যাখান না করা এবং গায়েবি বিষয়ে নিমজ্জিত না থাকা, যা আক্বল তথা বিবেকের ক্ষেত্র নয়।

যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ডুবে না থাকা। বাতিল তা'বীল (অপব্যাখ্যা) প্রত্যাখ্যান করা। একই মাসআলায় বর্ণিত নসসমূহকে একত্রিত করে তারপর হুকুম দেওয়া।

২. কুরআন-সুন্নাহর নুসূসের ক্ষেত্রে তাদের মানহাজ হলো– কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সকল নসকে কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই মেনে নেওয়া এবং সেগুলোর প্রতি ঈমান আনায়ন করা।

কুরআনের মধ্যে যে সকল খবর রয়েছে সেগুলো এবং দ্বীনের যেগুলো মৌলিক বিষয় সেগুলো কখনো মানসুখ হয় না।

দ্বীনের মৌলিক বা শাখাগত বিষয়ে বিতর্ক হলে তা কিতাব-সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। একই মাসআলায় বর্ণিত সকল নসকে একত্রিত করে তারপরে হুকুম দেওয়া। কুরআনের 'মুতাশাবিহ' আয়াতের এর প্রতি ঈমান আনা এবং 'মুহকাম' আয়াতের প্রতি 'আমল করা। বিবেক, যওক, ঘুম, কাশফ বা অন্যকিছু দ্বারা শরীয়তের 'নস'-এর বিরোধিতা না করা কিংবা এগুলোর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান না করা।

শরীয়তের নস যেখানে থামায় সেখানেই থেমে যাওয়া এবং অনর্থক কথায় নিমজ্জিত না হওয়া। এজন্যে 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وجوبُ الوقوفِ حيثُ وَقَفَ القومُ؛ لأنَّهُم وَقَفُوا عنْ علمٍ وبصيرةٍ، ولوْ كانَ فيما حَدَثَ بعدَهم خيرٌ لكانوا بهِ أَحْرَى.

নবী (ﷺ) ও তার সাহাবীগণ 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের ক্ষেত্রে যেখানে থেমেছিলেন, যা থেকে বিরত থেকেছিলেন সেখানে থেমে যাওয়া। তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। কারণ তারা জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও বিরত থেকেছেন। পরবর্তীরা যে বিষয়ে কথা বলেছে তা যদি অধিক কল্যাণকর হতো তবে অবশ্যই তারা এ বিষয়ে কথা বলার অধিক যোগ্যতর ছিলেন। *[অনুবাদক]*

মানহাজুস সালাফ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে তা অনুসরণ করতে হবে

সালাফে সালেহীনের মানহাজ সর্বোত্তম মানহাজ। তাই মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো, তাদের মানহাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যাতে যথাযথভাবে তা অনুসরণ করা যায়। কেননা সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে জানা, জ্ঞানার্জন করা ও 'আমল করা ব্যতীত তাদের মানহাজের উপর চলা সম্ভব নয়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে।"[৯৮]

আর সালাফদের মতাদর্শ, মানহাজ এবং যে পথে তারা চলেছেন তা জানা ব্যতিরেকে যথার্থতার সহিত তাদের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তাই সালাফ কারা? তাদের মানহাজ কি? সে সম্পর্কে না জেনেই শুধুমাত্র নিজেকে সালাফ বা সালাফিয়্যাতের দিকে সম্পৃক্ত করাতে কোনো ফায়েদা নেই; বরং কখনো কখনো তা ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই সালাফে সালেহীনের মানহাজ সম্পর্কে জানতে হবে। এজন্য এ উম্মতে মুহাম্মদী অতি গুরুত্বের সাথে মানহাজুস সালাফ

[৯৮] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০০।*

সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন এবং যুগ যুগ ধরে প্রচার করছেন। তাই বিভিন্ন মসজিদ মাদ্‌রাসা, ইনস্টিটিউট, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পড়ানো হয়। এটাই হলো সালাফে সালেহীনের মানহাজ। আর তা সম্পর্কে জানার উপায় হলো, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল (ﷺ) থেকে গৃহীত মানহাজুস সানাফ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

মানহাজুস সালাফের প্রয়োজনীয়তা

১. মানহাজুস সালাফ আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا﴾

"আর কারো নিকট সৎ পথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!"[৯৯]

অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ﴾

"আর যে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অনুসরণ করো।"[১০০] অত্র আয়াতের তাফসীরে ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وكل من الصحابة ينيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاده من أكبر سبيله.

আর প্রত্যেক সাহাবী ছিলেন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব তাদের পথের অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর তাদের কথা ও 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসসমূহ তাদের সবচেয়ে বড় পথগুলোর অন্যতম। রাসূল (ﷺ) বলেন,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.

তোমাদের উপর আবশ্যক হলো, আমার ও হিদায়াতপ্রাপ্ত সত্যনিষ্ঠ খলীফাদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।

ইত্যাদি আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মানহাজুস সালাফ আঁকড়ে ধরা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় একটি বিষয় নয়; বরং আবশ্যকীয় একটি বিষয়। *[অনুবাদক]*

২. ফিতনার সময় মুক্তির একমাত্র পথ হলো মানহাজুস সালাফ : নবী (ﷺ) স্বীয় জবানে সংবাদ দিয়েছেন যে, অচিরেই এ উম্মতের মাঝে অনেক ইখতেলাফ দেখা দিবে। রাসূল ﷺ বলেন,

اَفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى إِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتِ النَّصَارٰى عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوْا : مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الْجَمَاعَةُ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

"ইয়াহূদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব কটি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হলো জামা'আত।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

আর সালাফদের পথ তো তাই যার উপর রাসূল (ﷺ), তার সাহাবীগণ ও যারা তাদের একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন তারা ছিলেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মানহাজুস সালাফ আঁকড়িয়ে থাকতে হলে তা সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজন; কেননা সালাফদের মানহাজ-ই হলো একমাত্র মুক্তির পথ। যত দল-উপদল আছে সবগুলো জাহান্নামে যাবে তবে একটি ব্যতীত। আর সেটিই হলো, আল ফিরকাতুন নাজিয়াহ। তারাই হলেন, আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। যখন মানুষের মাঝে বিভিন্ন মতানৈক্য দেখা দিবে, বিভিন্ন মতাদর্শ, তরীকা দল-উপদল বৃদ্ধি পাবে তখন যে দলটি এগুলো থেকে মুক্ত থাকবে সে দলটিই হলো, সালাফে সালেহীনদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা মানহাজুস সালাফ আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে।

৩. স্বয়ং রাসূল (ﷺ) মানহাজুস সালাফ এর উপর চলার অসীয়ত করেছেন : নবী (ﷺ) তার শেষ বয়সে উপনীত হয়ে সাহাবীদের সামনে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! মনে হচ্ছে তা যেন বিদায়ী ভাষণ। সুতরাং আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করুন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন,

[৯৯] *সূরা আন্ নিসা : ১১৫।*
[১০০] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৫।*

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَة ضلالة و كل ضلالة في النار.

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদআত এবং প্রতিটি বিদআত হলো ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।"

এটা হলো, রাসূল (ﷺ)-এর উম্মতের জন্য তার হয়ে অসীয়ত, যেন তারা মানহাজুস সালাফ এর উপর চলে। কেননা এটাই হলো মুক্তির পথ। আর এরূপ কথাই আল্লাহ তা'আলা তার বাণীতে উল্লেখ করেছেন–

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"আর এ পথই আমার সরল পথ কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হও।"[১০১]

জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো, বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক থাক, ও ভ্রষ্ট দলসমূহের বিরোধিতা করো এবং নবী (ﷺ), তার সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারীদের সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সত্যনিষ্ঠ সালাফদের মানহাজের উপর অবিচল থাকো।

আর যে এ মানহাজকে আঁকড়িয়ে ধরবে বিশেষ করে শেষ যামানায়, সে মানুষদের পক্ষ থেকে ও বিরোধীদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হবে এবং তিরস্কার ও ধমকি দেয়া হবে, তাই তার প্রয়োজন ধৈর্য্যের। তাকে এ সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন জিনিসের প্রলোভন দেয়া হবে, বিভিন্ন বাতিল ফিরকা এবং বিচ্যুত মানহাজ থেকে হুমকি দেওয়া হবে, তাদের এ দলে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে ও তাদের সাথে যোগ না দিলে ভয় দেখান হবে, এহেন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হবে সবরের। এজন্য রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون إذا أفصد الناس.

"নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মতো অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে, যেমন- শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং সুসংবাদ ঐ গুরাবাদের (মুষ্টিমেয় লোকেদের) জন্য। বলা হলো– হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) গুরাবা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, গুরাবা তো ওরাই, যারা মানুষ যখন দ্বীন বিচ্যুত হয়ে যায় তখন তাদেরকে ইসলাহ করে।

আরেকটি বর্ণনায় আছে– গুরাবা তো তারা, যারা আমার পরে আমার সুন্নাতের মানুষ যেগুলোর বিপর্যয় ঘটিয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার ভ্রান্তি এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে কেবলমাত্র তারাই নিরাপদ থাকবে, মুক্তি পাবে যারা সালাফে সালেহীনের মানহাজের উপর চলবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا﴾

"আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবী, সিদ্দীক (সত্যনিষ্ঠ), শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন– তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! এগুলো আল্লাহর অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[১০২] *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

[১০১] *সূরা আল আন'আম : ১৫৩।*

[১০২] *সূরা আন্ নিসা : ৬৯-৭০।*

পরিবেশ-প্রকৃতি

দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[তৃতীয় পর্ব]

নিত্যদিনের ব্যঞ্জন হিসেবে আসে ডিম। প্রাতঃরাশ কিংবা বৈকালিক খাবার সময় ডিমের ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল থেকে। ডিমে পুষ্টিমান অসামান্য। ভিটামিন, খনিজ ও অন্যান্য উপাদানে ভরপুর। মানবদেহের জন্য জরুরি অধিকাংশ উপাদানই ডিমে নিহিত। এতে আছে ভিটামিন এ, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, প্যানটোমেনিক অ্যাসিড, ফোলেট। শুধু তাই নয়, প্রচুর খনিজ উপাদানের বিদ্যমানতা ডিমকে করেছে আদর্শ খাদ্য। ক্যালসিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, জিংক রয়েছে ডিম-এ। এছাড়া রয়েছে পানি, কোলিন (Choline) ও কোলেস্টরাল-এর উপস্থিত যা মানবদেহকে কর্মক্ষম রাখতে সহায়ক।

এই কোলেস্টরল এইচডিএল বাড়াতে সাহায্য করে। কোলিন ডিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা আমাদের মস্তিষ্কের বিকাশে সাহায্য করে। বিশেষ করে শিশুদের মস্তিষ্কের সিগন্যাল মলিকিউলকে সতেজ করে। ডিমে থাকা লুটেইন ও জিজেনজিন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া দৃষ্টি উন্নত করতে এতে রয়েছে ভিটামিন এ।

কিন্তু বাধ সাধছে ডিমের ভেজাল। উৎপাদন, বাজারজাতকরণ উভয়ক্ষেত্রে ডিমের ভেজাল আমাদের হতবাক করে তুলেছে। প্লাস্টিকের চাল যেমন- অকল্পনীয় বিষয় তেমন ডিমও। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি ডিম মানবকূলকে বিপর্যস্ত ও অসহায় করে তুলেছে। একটা অতিদারিদ্র পরিবার আমিষের প্রয়োজন মেটাতে প্রায় অক্ষম। দুধ, মাছ, মাংসের জোগাড় করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ডিমই তাদের ভরসা। কিন্তু একি! ডিমে তো ভেজাল। নানা রোগব্যাধির অনুঘটক হিসেবে ডিম উপস্থিত।

২০০৪ সালে কৃত্রিম ডিমের উৎপাদন শুরু হয়ে প্রথম চিনে। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কালারিংডাই, ইত্যকার নানা বিষাক্ত কেমিক্যালের সংমিশ্রণে হয় ডিম। এখন ভারত হয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে মাঝে মধ্যে কৃত্রিম ডিমের বিষয়ে শুনা যায়। মানুষের নৈতিকমানের নিম্নগামীতা প্রায় তলানিতে। কৃত্রিম ডিমকে প্রকৃত ডিমের কাছাকাছি নিতে বহিরাবরণে মেশাচ্ছে রক্ত ও ময়লা। মানুষ যাতে বুঝতে পারে এটি অরিজিনাল ডিম। সম্মানিত পাঠক! ভাবতেও গা শিউরে উঠছে। এ সকল ডিম খাওয়ার ফলে লিভার, ফুসফুস সীমাতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ডিমের ব্যঞ্জন তৈরির ক্ষেত্রে আমরা যে তেল, মশলা ব্যবহার করি তাও তো ভেজালে ভরা। হলুদমরিচ ক্রাসিং-এর আড়ালে ভেজাল মসলার রমরমা ব্যবসা চলছে। ঘাসের বীজ বা আটা-ময়দার ভূসির সঙ্গে ক্ষতিকর রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে বিভিন্ন রকমের ভেজাল মসলা তৈরি করা হচ্ছে। চাহিদার বিপরীতে কম আমদানির কারণে ব্যবসায়ীদের নিকট মসলার দাম ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এ সুযোগে স্বল্প দামে ভেজাল মসলায় বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। মরিচ, হলুদ, চিকন জিরা, মিষ্টি জিরা, ধনিয়ার গুড়া সবকিছুকেই করছে বিস্তর ভেজাল। সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে পশুপাখির খাদ্য হিসেবে আমদানিকৃত এক ধরণের সীড বা বীজ গুড়া করে ভেজাল মশলা তৈরি করা হয়। এতদ্ব্যতীত কাঠের গুড়া-ভূষি, পাউডার, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কালার, আগাছা ইত্যকার সংমিশ্রণে অসাধু ব্যবসায়ীরা তৈরি করছে মশলা। হলুদ গুড়ায় মিশাচ্ছে হলুদ সদৃশ আউদা-বাউদা যা বন-জঙ্গলে পাওয়া যায়। বাহাদুর বাজার, দিনাজপুরের একদা মশলার মিলে কয়েক বস্তা আওদা-বাউদা পাওয়া যায়। যা মিশ্রণের অপেক্ষায় মিল মালিক সংগ্রহ করেছিলেন। সুযোগ বুঝে হলুদের সাথে মিশিয়ে হলুদ গুঁড়া তৈরি করতেন।

১৯৯৪ সালে আমেরিকার এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন এজেন্সির প্রতিবেদনে জানা যায় ফরমালিন ফুসফুস ও গলবিল এলাকায় ক্যান্সার সৃষ্টি করে। ২০০৪ সালের ১লা অক্টোবর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গলবিল এলাকায় ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য ফরমালিনকে দায়ী করেন। টেক্সটাইল কালারগুলো খাদ্যও পানীয়ের সঙ্গে মিশে এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যার ক্ষতি করে না। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগুলো হয় আমাদের, লিভার, কিড্নী, হৃদপিন্ড ও অস্থিমজ্জার। যা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। বাচ্চা ও বৃদ্ধদের বেলায় নষ্ট হয় তাড়াতাড়ি, তরুণদের দেরিতে। খাদ্যপণ্য ভেজালের কারণেই দেশে বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনি ফেইলিয়র, হাঁপানি, হৃদযন্ত্রের অসুখ, এগুলো অনেক বেড়ে যাচ্ছে। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের 'বিষাক্ত খাদ্য জনস্বাস্থের জন্য হুমকি' শীর্ষক সেমিনারে বলা হয় ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে দেশে প্রতি বছর ৩ লাখ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। ডায়বেটিস আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজার। কিড্নি রোগে আক্রান্তে ২ লাখ,

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

এছাড়া গর্ভবর্তী মায়ের স্বাস্থ্যগত শারীরিক জটিলতাসহ গর্ভজাত বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা দেশে প্রায় ১৫ লাখ।

কেমিক্যাল মিশ্রিত ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে দেখা যায় নানা উপসর্গ। পেট ব্যাথাসহ বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, মল পাতলা বা হজম বিঘ্নিত মল, শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়াসহ পাল্‌স রেট কমে বা বেড়ে যেতে পারে। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রতীতি হয় যে, ইউরিয়া ও হাইড্রোজ হচ্ছে এক ধরনের ক্ষার। এগুলো পেটে গেলে রাসয়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পেপটিন অ্যাসিড সৃষ্টি হয় যা ক্ষুধামন্দ্য, খাবারে অরুচি, বৃহদান্ত ও ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রদাহসহ নানা রকম শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি করে।

জাতীয় কিডনি রোগ ও ইউরোলজী ইন্সটিটিউটের ডাক্তার এ এস জব্বার বলেন, মেটালবেইজড ভেজাল কিড্‌নি স্বল্পমাত্রা থেকে সম্পূর্ণ বিকল করে দিতে পারে, পরিপাকতন্ত্রে ভেজাল খাবারের জন্য পেটে গণ্ডগোল, ডায়রিয়া এবং বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঢাকা শিশু হাসপাতালের এনেসথেশিয়ার ড. মো. মিল্লাত-ই-ইব্রাহিম বলেন, 'বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজী ও ফলমূল উৎপাদনের জন্য কীটনাশক ব্যবহারের ফলে খাবারগুলোতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিষক্রিয়া কার্যকর থাকে। যা রান্না করার পরও নিঃশেষ হয় না। রকমারি মুখরোচক খাবার ও ফলমূল আকর্ষণীয় করে ও দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কার্বাইড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রং, ফরমালিন, পারথিয়ন, ব্যবহার করা হয়। এগুলো ব্যবহারের ফলে কিডনি লিভার ফাংশন অ্যাজমা সহ বিভিন্ন প্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ভেজাল খাবারের কারণে যে রোগগুলো দ্বারা বেশি মানুষ আক্রান্ত হয় তা হলো অ্যালার্জি, অ্যাজমা, চর্মরোগ, বমি, মাথাব্যাথা, অরুচি, উচ্চরক্তচাপ, ব্রেনস্ট্রোক, কিড্‌নি ফেলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি।

মাছ ছাড়াও ফরমালিনের যথেচ্ছ ব্যবহার হতে দেখা যায় সব্জিতে। তরুতাজা দেখানোর জন্য এরা এই ভয়ানক দ্রবণ মিশিয়ে মানুষের জীবনকে দূর্বিষহ করে তুলেছে। বেকারিসহ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যপণ্য মানুষের টিকে থাকা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বেকারি কারখানার ভেতরে বাইরে কাদাপানি, তরল ময়লাযুক্ত নোংরা আবর্জনাময় নোংরা পরিবেশ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। কারখানাসমূহের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, গরমে ঘামে চুপসানো অবস্থায় খালিগায়ে শ্রমিকরা আটা-ময়দার দলন ও মথন অরুচিকর পরিস্থিতি দৃষ্টে ঘৃণার উদ্রেক হয়। উৎপাদন ব্যয় কমাতে বেকারির মালিকগণ খাদ্যপণ্যে ভেজাল আটা, ময়দা, ডালডা, তেল ও পচা ডিমসহ নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করছে। কেক ও ব্রেড তৈরির জন্য সেখানে পিপারমেন্ট, সোডা ও বেকিং পাউডার রাখা হয়েছে পাশাপাশি। বেকারির কারখানায় উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য সতেজ রাখার জন্য ট্যালো, ফ্যাটি অ্যাসিড ও ইমিউসাইল্টিং, টেক্সটাইল রংসহ নানা কেমিক্যালের যথেচ্ছ ব্যবহার নাগরিক সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। অতিশয় সুস্বাদু এ সকল খাদ্য সামগ্রীর প্রস্তুত প্রণালি এতই ভয়াবহ যে, তা বর্ণনা করার মতো নয়।

এনার্জি ড্রিংকস-এর বিষয়টি আরো অভিনব। বিএসটিআই কিন্তু অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে উৎপাদন কিংবা বাজারজাতকরণের অনুমোদন দেন না। তদুপরি অসাধু ব্যবসায়ীরা উৎপাদন ও বাজারজাত করণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে চলেছে। ড্রিংকস উৎপাদন ও বোতলজাতের ক্ষেত্রে অটোমেশিনে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা বাধ্যতামূলক। নির্ধারিত ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তরল উপকরণগুলো ফুটিয়ে তা পরিশোধনের মাধ্যমে সংমিশ্রণ ঘটানো এবং বোতলজাত করা থেকে ছিপি লাগানো পর্যন্ত সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে অটোমেশিনে সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু তারা সকলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উৎপাদন করে যাচ্ছে যা সন্দেহাতীতভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

বাজারের আম, কলা, পেঁপে, পেয়ারা থেকে শুরু করে আপেল, আঙ্গুর, নাশপাতিসহ দেশি-বিদেশি প্রায় সব ফলেই দেদারসে মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত কেমিক্যাল। দেশজ অপরিপক্ব ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও ক্ষার জাতীয় টেক্সটাইল রং ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলগাছ থাকা পর্যায় থেকে বাজারে বিক্রি করা পর্যন্ত একটি ফলে কমপক্ষে ছয়দফা কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়। মূলতঃ গ্যাস জাতীয় ইথাইলিন ও হরমোন জাতীয় ইথরিল অতিমাত্রায় স্প্রে করা হয়। মারাত্মক বিষয় হলো– ক্যালসিয়াম কার্বাইড ব্যবহার করার কারণে ফলগুলো বিষে পরিণত হয়। এসব ব্যবহারের ফলে অপরিপক্ব ফলমূলের স্বাদ গন্ধ ও ভিটামিন কমে যায়।

ফলমূল, শাকসবজী ছাড়া মুড়িতে ইউরিয়ার ব্যবহার যেন স্বীকৃতি লাভ করেছে। মুড়িতে শুধু ইউরিয়া নয় হাইড্রোজও মেশানো হচ্ছে। যা কোনোভাবেই স্বাস্থ্যসম্মত তো নয়ই; বরং দারুণ ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। মুড়িকে লম্বা, সাদা, ফাঁপা ও আকর্ষণীয় করতে প্রাণহরণকারী এ সকল কেমিক্যাল নিত্যদিন মেশানো হচ্ছে। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এর কুফল মুড়ি শ্রমিকরা জানেন না।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

ক্বাসাসুল কুরআন

ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনে ‘অগ্নি পরীক্ষা’

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক

ইব্‌রা-হীমী জীবন মানেই পরীক্ষার জীবন। নবী হবার পর থেকে আমৃত্যু তিনি পরীক্ষা দিয়েই জীবনপাত করেছেন। এভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে পূর্ণত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। অবশেষে তাঁকে ‘বিশ্বনেতা’ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

“যখন ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তাতে উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও। তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার যালিমদের পর্যন্ত পৌঁছবে না।”[১০৩]

নবী ইব্‌রা-হীম (আ)-এর জীবনে অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাটি সমধিক আলোচিত হয়েছে। ঘটনাটি ছিল এইরকম যে, ইব্‌রা-হীম (আ)-এর সাথে যখন প্রতিপক্ষের লোকজন যুক্তি ও বিতর্কে এঁটে উঠতে পারল না, তাদের পক্ষে উপস্থাপন করার মতো কোনো দলিল-প্রমাণ থাকল না, তখন তারা বিতর্কের পথ এড়িয়ে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথ অবলম্বন করে।

নমরূদ ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করায় সে উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে একমাত্র উপাস্য ভেবেছিল। তাই সে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে জিজ্ঞেস করল, বলো তোমার উপাস্য কে?

নমরূদ ভেবেছিল, ইব্‌রা-হীম তাকেই উপাস্য বলে স্বীকার করবে। কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে ইব্‌রা-হীম জবাব দিলেন,

﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾

“আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন।”[১০৪] নমরূদ বলল,

﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ “আমিও বাঁচাই ও মারি।”[১০৫]

অর্থাৎ- মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে খালাস দিয়ে মানুষকে বাঁচাতে পারি। আবার খালাসের আসামীকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারি। এভাবে সে নিজেকেই মানুষের বাঁচা-মরার মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করল। ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) তখন দ্বিতীয় যুক্তি পেশ করে বললেন,

﴿فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾

“আমার আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, আপনি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করুন।”[১০৬]

﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾

“অতঃপর কাফির (নমরূদ) এতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।”[১০৭]

যথারীতি তিনিও অহংকারে ফেটে পড়লেন এবং ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ জারি করলেন। সাথে সাথে জনগণকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বললেন,

﴿حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾

“তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।”[১০৮]

অতঃপর তার জন্য বিরাটাকারের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾

“তারা ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর বিরুদ্ধে মহা ফন্দি আঁটতে চাইল। অতঃপর আমরা তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।”[১০৯] অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾

“আমরা তাদেরকে পরাভূত করে দিলাম।”[১১০]

---

[১০৩] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১২৪।*

[১০৪] *সূরা আল বাক্বারাহ : ২৫৮।*

[১০৫] *সূরা আল বাক্বারাহ : ২৫৮।*

[১০৬] *সূরা আল বাক্বারাহ : ২৫৮।*

[১০৭] *সূরা আল বাক্বারাহ : ২৫৮।*

[১০৮] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৬৮।*

[১০৯] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৭০।*

[১১০] *সূরা আস্ সা-ফ্‌ফা-ত : ৯৮।*

অতঃপর "একটা ভিত নির্মাণ করা হলো এবং সেখানে বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরি করা হলো। তারপর সেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হলো।"[১১১]

আল্লাহ তা'আলা আগুনকে আদেশ করলেন যে, 'তুমি ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' উলামাগণ বলেন যে, 'শীতল' বলার সাথে 'নিরাপদ' শব্দ যদি আল্লাহ তা'আলা না বলতেন, তাহলে ওর শীতলতা ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য অসহনীয় হত। মোটকথা এটি একটি মস্ত বড় মুজিযাহ্; যা মহান আল্লাহর হুকুমে আকাশ ছোঁয়া অগ্নির লেলিহান শিখা ফুলের বাগানে রূপান্তরিত হয়ে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য প্রকাশ পেল। আর এইভাবে আল্লাহ তা'আলা নিজের খাস বান্দাকে শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করলেন। সহীহুল বুখারীতে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের সময় ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) বলে ওঠেন,

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক।"[১১২]

লোকমুখে প্রচলিত আছে, ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এসে বললেন, আপনাকে কি আমি কোনো সাহায্য করতে পারি? তিনি বললেন, আপনার কাছে আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, তাহলে আপনি আপনার রবের কাছে প্রার্থনা করুন। তখন ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) বললেন, যিনি আমার অবস্থা জানেন তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। তাঁর জানাটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

এটি একটি ভিত্তিহীন কথা। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন, এর নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ নেই। এটি একটি ভিত্তিহীন কথা; বরং ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহ বর্ণনায় এসেছে, ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) এই দু'আ করেছিলেন–

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.[১১৩]

[১১১] *সূরা আস্ সা-ফ্‌ফা-ত : ৯৭।*
[১১২] *বুখারী- হা. ৪৫৬৩, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আ-লি 'ইমরান।*
[১১৩] *মাজমূউল ফাতাওয়া- ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লা-হ), ১/১৮৩।*

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলীল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলীল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলীল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

রজব মাসে সালাতুর রাগায়িব

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : রজব মাসে বিশেষভাবে নফল রোযা রাখা, নফল সালাত আদায় করা অথবা ই‘তিকাফ করা দ্বীনের মধ্যে সৃষ্ট বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। যারা এ সব করে, তারা এমন কিছু হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে যেগুলো দুর্বল অথবা বানোয়াট।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, রজব ও শা‘বানকে মিলিয়ে একসাথে পুরো দু’মাস বিশেষভাবে রোযা রাখা অথবা ই‘তিকাফ করার সমর্থনে নবী (ﷺ), সাহাবীগণ কিংবা মুসলিমদের ইমামগণের পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। তবে নবী (ﷺ) শা‘বান মাসে রোযা রাখতেন। তিনি রামাযান মাসের আগমনের প্রস্তুতি হিসেবে শা‘বান মাসে যে পরিমাণ রোযা রাখতেন রামাযান ছাড়া বছরের অন্য কোনো মাসে এত রোযা রাখতেন না।[১১৪]

রজব মাসকে কেন্দ্র করে বিশেষ রোযা রাখার ব্যাপারে কিছু হাদীস দুর্বল আর অধিকাংশই বানোয়াট। আহলে ‘ইল্‌মগণ এগুলোর প্রতি নির্ভর করেন না। এগুলো সে সকল দুর্বল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলো ফযীলতের ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়; বরং অধিকাংশই মিথ্যা ও বানোয়াট। রজব মাসের ফযীলতে সব চেয়ে বেশি যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয় সেটা হলো এই দু‘আটি :

«اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيْ رَمَضَانَ».

“হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে রজব ও শাবানে বরকত দাও এবং রামাযান পর্যন্ত পৌঁছাও।”[১১৫]

এ হাদীসটি দুর্বল। এ ব্যাপারে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন, “রজব মাসকে বিশেষ সম্মান দেখানো বিদআতের অন্তর্ভুক্ত যা বর্জন করা উচিত। রজব মাসকে বিশেষভাবে রোযার মৌসুম হিসেবে গ্রহণ করাকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ অন্য ইমামদের নিকটে অপছন্দনীয়।”[১১৬]

ইবনু রজব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, রজব মাসকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে রোযা রাখার ব্যাপারে নবী (ﷺ) থেকে কিংবা সাহাবীদের থেকে সহীহ সূত্রে কোনো কিছুই প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু আবূ কিলাবা থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, “যারা রজবে বেশি বেশি রোযা রাখবে তাদের জন্য জান্নাতে প্রাসাদ রয়েছে।”

এই কথাটির ব্যাপারে ইমাম বায়হাকী বলেন, আবূ কিলাবা একজন বড় মাপের তাবেঈ। তার মতো ব্যক্তি হাদীসের তথ্য না পেলে এমন কথা বলতে পারেন না।

কিন্তু এ কথার প্রতিউত্তরে বলা যায় যে, ইসমা‘ঈল আল হারাবী, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দীসগণ এ মর্মে একমত যে, রজব মাসকে কেন্দ্র করে রোযা রাখার ব্যাপারে নবী কারীম (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ হাদীস প্রমাণিত হয়নি। এ মর্মে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কিছু হলো য‘ঈফ আর অধিকাংশই বানোয়াট।

আবূ শামা বলেন, কোনো ‘ইবাদতকে এমন কোনো সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত নয় শরীয়ত যেটা নির্দিষ্ট করেনি বরং ইসলামী শরীয়ত যে সময় যে ‘ইবাদত নির্ধারণ করেছে, সেটা ছাড়া যে কোনো ‘ইবাদত যে কোনো সময় করা যাবে। এক সময়কে অন্য সময়ের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

ইসলামী শরীয়তে বিশেষ কিছু সময়কে নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বিশেষ কিছু’ ‘ইবাদতের জন্য। ঐ সময়গুলোতে ঐ ‘ইবাদতগুলোই ফযীলত পূর্ণ; অন্য কোনো ‘ইবাদত নয়। যেমন- আরাফাহর দিনে রোযা রাখা, আশুরার দিনে রোযা রাখা, গভীর রাতে নফল সালাত আদায় করা, রামাযান মাসে ‘উমরা আদায় করা ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে এমন বিশেষ কিছু সময়কে নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলোতে ‘যে কোনো ধরনের’ নেকির কাজ করার ফযীলত রয়েছে। যেমন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, লাইলাতুল ক্বদর- যার মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই রাতে যে কোনো ‘ইবাদতই করা হোক তা অন্য হাজার মাসের চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ।

মোটকথা, বিশেষ কোনো সময়কে বিশেষ কোনো ‘ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করার অধিকার কেবল ইসলামী শরীয়তই সংরক্ষণ করে; কোনো ব্যক্তি নয়। আল্লাহ তা‘আলা সব চেয়ে ভালো জানেন।[১১৭]

---

[১১৪] *বুখারী- কিতাবুস সাওম, সহীহ মুসলিম- কিতাবুস সিয়াম।*
[১১৫] *মুসনাদ আহমদ- ১/২৫৯, হা. ২৩৪৬।*
[১১৬] *ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম- ২য় খণ্ড, ৬২৪ ও ৬২৫ পৃ.।*
[১১৭] *আল বায়িস- পৃ. ৪৮।*

সালাতুর রাগায়িব-এর বিদআত

রজব মাসের অন্যতম বিদআত সালাতুর রাগায়িব। এ সালাত পড়া হয় রজব মাসের প্রথম শুক্রবার মাগরিব ও 'ইশার মাঝে। আর তার আগের দিন অর্থাৎ- বৃহস্পতিবার দিনে রোযা রাখা হয়। এ সালাতের ভিত্তি একটি বানোয়াট হাদীস। সেই হাদীসে তার ফযীলত ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

সালাতুর রাগায়িব আদায়ের বানোয়াট পদ্ধতি

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : রজব হলো মহান আল্লাহর মাস, আর শা'বান আমার মাস এবং রমাযান আমার উম্মতের মাস। কোনো ব্যক্তি যদি রজবের প্রথম বৃহস্পতিবার রোযা রাখে এবং শুক্রবার মাগরিব ও 'ইশার মাঝে বারো রাকআত সালাত আদায় করে, প্রতি রাকআতে সূরা আল ফাতিহাহ্ পড়ে একবার, সূরা আল ক্বদর তিন বার, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ ১২ বার। এভাবে প্রতি দু'রাকআত পর সালাম ফিরিয়ে, তারপর আমার ওপর সত্তর বার এ দরূদ পড়ে– আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যি ওয়া আ'লা আলিহ– অতঃপর একটা সাজদাহ্ দিবে। তাতে সত্তর বার পাঠ করবে– সুব্বূহুন কুদ্দূসুন, রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ্। তারপর সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠিয়ে বলবে, রাব্বিগফির লী, ওয়ারহাম, ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লাম, ইন্নাকা আনতাল আযীযুল আযীম"। অতঃপর ২য় সাজদাহ্ দিবে এবং প্রথম সজদায় যা যা পড়েছে সেগুলো পড়বে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট তার প্রয়োজন তুলে ধরে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করবেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো বান্দা অথবা বান্দী যদি এই সালাত আদায় করে তবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা এবং বৃক্ষরাজির পাতা সমপরিমাণ হয় এবং তার পরিবার পরিজনের মধ্য থেকে সত্তর জনের জন্য তার শাফা'আত কবূল করা হবে। আর কবরের প্রথম রজনীতে এই সালাতের সওয়াব তার সামনে এসে হাজির হবে উজ্জ্বল চেহারা আর মিষ্টভাষী হয়ে– আর বলবে, হে আমার বন্ধু! আমি তোমার সেই সালাতের সওয়াব যা তুমি অমুক মাসের অমুক রাতে পড়েছিলে। আজ রাতে তোমার নিকট এসেছি যেন তোমার প্রয়োজন পূরণ করি, তোমার নিঃসঙ্গতা ও ভয়-ভীতি দূর করি। যে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে সে দিন কিয়ামতের মাঠে তোমার মাথার উপর ছায়া দিব। সুসংবাদ নাও, তোমার প্রভু থেকে কখনোই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না।"

উক্ত হাদীসটি ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) তার মওযূয়াত কিতাবে ২/১২৪-১২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করার পর বলেন, এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর মিথ্যারোপ ছাড়া কিছু নয়। এ হাদীসটির রচনাকারী হিসেবে যে ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয় সে হলো ইবনু জুহাইম। মুহাদ্দিসগণ এ মিথ্যা আরোপকে তার দিকেই সম্বোধন করেছেন।

তিনি বলেন, আমাদের শাইখ আব্দুল ওয়াহাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "এ হাদীসটির সনদের বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত। এদের পরিচয় জানার জন্য 'ইল্‌মুর রিজালের কিতাবাদী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও তাদের সম্পর্কে তথ্য পাইনি।"

শাওকানী তার ফাওয়ায়িদুল মাজমূয়াহ কিতাবের ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন, এ হাদীসটি বানোয়াট এবং এর বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত। আর এটাই সালাতুর রাগায়িব নামে পরিচিত। হাফেযুল হাদীসগণ একমত যে, এটি জাল হাদীস।

ফিরোযাবাদী আল মুখতাসার কিতাবে বলেন, সর্বসম্মতি ক্রমে এটি জাল। অনুরূপ কথা বলেন, ইমাম মাকদেসী। এ হাদীসটি রাযীন ইবনু মু'আবিয়াহ্ আল আব্দারীর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কথা হলো, তিনি তার কিতাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক বানোয়াট ও অদ্ভুত কথা-বার্তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কোথা থেকে এ সব বর্ণনা করেছেন তা জানা যায় না। এটা মুসলিমদের প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা।[১১৮]

ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটির মাধ্যমে বাড়াবাড়ি রকমের বিদআত চালু করা হয়েছে। কারণ, যে ব্যক্তি এ সালাত পড়তে চায় তাকে দিনে রোযা রাখতে হবে। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম থাকলেও হয়ত সে রোযা রাখল। কিন্তু ইফতার করার সময় ভালো করে খাওয়া দাওয়া সম্ভব হলো না। তারপরও মাগরিবের সালাত আদায় করার পর লম্বা তাসবীহ আর দীর্ঘ সাজদাহ্ দিয়ে এই সালাত পড়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে সেই ব্যক্তির কষ্ট চরম পর্যায়ে পৌঁছবে।

রামাযান মাস আর রমাযানের তারাবীর সালাতের ব্যাপারে আমার মনে কষ্ট লাগছে! কিভাবে তথাকথিত এই সালাতকে রমাযান ও তারাবীর সাথে টক্কর লাগানো হয়েছে! সাধারণ লোকজনের নিকট তো এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। যে ব্যক্তি ফর্‌য সালাতের জামা'আতে শরিক হত না সেও এই সালাতে হাজির হবে।[১১৯]

---

[১১৮] *আবূ শামাহ রচিত আল বায়িস- পৃ. ৪০।*

[১১৯] *মওযূয়াতু ইবনিল জাওযী- ২য় খণ্ড, ১২৫ ও ১২৬ পৃ.।*

সর্বপ্রথম কোথায় এবং কখন চালু হলো এই সালাত?

এই সালাত সর্বপ্রথম চালু হয় বাইতুল মাকদিসে। সেটা ছিল ৪৮০ হিজরির পরে। এর আগে কখনো কেউ এ সালাত আদায় করেনি।

গাযালী আনাস (রাহিমাহুল্লাহু আনহু)-এর নামে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করার পর এটির নাম দেন রজবের নামায। আর বলেন, এটা পড়া মুস্তাহাব! আরও বলেন, এটি ঐ সকল নিয়মিত নামাযের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো প্রতি বছর একবার করে আসে। যেমন- শাবানের শবে বরাতের নামায, রজবের নামায ইত্যাদি। এর মর্যাদা যদিও তারাবীহ এবং ঈদের সালাতের পর্যায়ের নয় তথাপি যেহেতু একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আর বাইতুল মাকদিসের লোকজনও সর্বসম্মতভাবে নিয়মিত আদায় করে আসছে এমন কি তারা কাউকে এই নামায ছাড়ার অনুমতি দেয় না তাই এটার উল্লেখ করা ভালো মনে করলাম![১২০]

অথচ মোটেও কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী (ﷺ) বা তার কোনো সাহাবী কখনো তা পড়েছেন বা পড়তে বলেছেন অথবা কোনো সালফে সালেহীন থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।[১২১]

আর এই এহইয়া উলূমুদ্দীন বইটি হলো আমাদের সমাজে এই বিদআত এবং এ জাতীয় আরও বিদআতী কার্যক্রম উৎপত্তির অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দ্বীনকে হিফাজত করুন –আমীন।

সালাতুর রাগায়েবের ব্যাপারে উলামাগণের মন্তব্য

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সালাতুর রাগায়িবের কোনো ভিত্তি নেই বরং এটি বিদআত। সুতরাং একাকী কিংবা জামা'আতের সাথে পড়াকে মুস্তাহাব বলা যাবে না; বরং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহর নবী (ﷺ) বিশেষভাবে শুধু জুমু'আর রাতে নফল সালাত পড়তে আর দিনের বেলা রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। সালাতুর রাগায়িবের ব্যাপারে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয় তা 'আলেমগণের সর্বসম্মত মতানুসারে বানোয়াট। কোনো সালাফে সালেহীন অথবা ইমাম আদৌ এটি উল্লেখ করেননি।[১২২]

ইমাম নাব্বী (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, সালাতুর রাগায়িব ও শা'বান মাসের পনের তারিখের দিবাগত রাতের সালাতের কোনো ভিত্তি আছে কি?

তিনি বলেন, এই দু'টি সালাত নবী (ﷺ) কিংবা তার কোনো সাহাবী অথবা কোনো ইমাম পড়েননি এবং কেউ এদিকে ইঙ্গিতও করেননি। অনুসরণ যোগ্য কেউই এমনটি করেননি। নবী (ﷺ) কিংবা অনুসরণীয় কোনো ব্যক্তি থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এ ব্যাপারে কোনো কিছুই পাওয়া যায় না; বরং তা পরবর্তী যুগে আবিষ্কার হয়েছে। সুতরাং এ সালাতগুলো নিকৃষ্ট বিদআত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। নবী (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন :

«وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

"তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকো। কারণ প্রতিটি নতুন আবিষ্কৃত বিষয় গোমরাহী।"[১২৩] সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

"যে ব্যক্তি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন নতুন জিনিস চালু করল তা পরিত্যাজ্য।"[১২৪] আর মুসলিম-এর বর্ণনায় রয়েছে–

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

"যে ব্যক্তি এমন 'আমল করল যার ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"[১২৫] প্রত্যেকের উচিত এই সালাত থেকে দূরে থাকা এবং এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া। সেই সাথে এটাকে ঘৃণাযোগ্য ও নিকৃষ্ট মনে করে কঠিনভাবে মানুষকে এ থেকে নিষেধ করা। কারণ, নবী (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন :

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ».

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজ দেখে সে যেন হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়, যদি তা না পারে তবে মুখের কথা দ্বারা পরিবর্তন করে, আর তাও না পারলে তার প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে।"[১২৬]

'আলেমগণের কর্তব্য হলো, এ বিদআত থেকে মানুষকে সাবধান করা এবং অন্যদের থেকে বেশি দূরত্ব বজায় রাখা; কারণ তাদেরকে মানুষ অনুসরণ করে থাকে। সাধারণ মানুষের নিকট এটার প্রচার-প্রচারণা এবং তাদের সংশয়গুলো দেখে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে যায়। বরং আমাদের তো অনুসরণ করতে হবে কেবল নবী (ﷺ) এবং তার নির্দেশকে। যে ব্যাপারে তিনি নিষেধ বা সতর্ক

[১২০] *এহইয়া উলূমুদ্দীন- প্রথম খণ্ড, ২০২ ও ২০৩।*
[১২১] *ইমাম ত্বরতুশীর লেখা আল হাওয়াদীস ওয়াল বিদা- ১২২ পৃ.।*
[১২২] *মাজমূ ফাতাওয়া- ২৩ খণ্ড, ১৩২ পৃ.।*
[১২৩] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২, সহীহ।*
[১২৪] *বুখারী- অধ্যায় : সন্ধি-চুক্তি, সহীহ মুসলিম- হা. ১৭/১৭১৮।*
[১২৫] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : বিচার-ফয়সালা, হা. ১৮/১৭১৮।*
[১২৬] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, হা. ৭৮/৪৯।*

করেছেন সেটাতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে বিদআত ও ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা সব চেয়ে ভালো জানেন।[১২৭]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়া বলেন, অনুরূপভাবে রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে সালাতুর রাগায়িব পড়ার ব্যাপারে হাদীসগুলো বানোয়াট ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর মিথ্যা আরোপ।[১২৮]

সম্মানিত পাঠকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রজব মাসে প্রথম শুক্রবারে সালাতুর রাগায়িব নামে যে সালাত পড়া হয়, তা নিকৃষ্ট বিদআত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে এটা চালু হয়নি। সাহাবা, তাবেঈন এবং প্রসিদ্ধ কোনো ইমাম এটাকে মুস্তাহাব বলেননি। অথচ তারা ছিলেন কল্যাণকর ও ফযীলতপূর্ণ কাজে সব চেয়ে বেশি অগ্রগামী। অনুরূপভাবে আমরা আরও দেখলাম, হাদীসের ইমামগণের মতৈক্য অনুসারে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসটি বানোয়াট ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ। সুতরাং যারা এ সালাতের ফযীলাত বয়ান করে তাদের কোনো যুক্তি বা দলিলই অবশিষ্ট থাকল না। আল্লাহ তা'আলাই সব চেয়ে বেশি ভালো জানেন।

শবে মি'রাজ পালন করা বিদআত

মি'রাজ দিবস কিংবা শবে মি'রাজ উদযাপন করা রজব মাসের অন্যতম বিদআত। জাহেলেরা এই বিদআতকে ইসলামের ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রতি বছর তা পালন করে যাচ্ছে। এরা রজব মাসের ২৭ তারিখকে শবে মি'রাজ পালনের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। এ উপলক্ষে এরা একটি নয় একাধিক বিদআত সৃষ্টি করেছে। যেমন- শবে মি'রাজ উপলক্ষে মাসজিদে একত্রিত হওয়া, মাসজিদে কিংবা মাসজিদের মিনারে মিনারে মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালানো, এ উপলক্ষে অর্থ অপচয় করা, কুরআন তিলাওয়াত বা যিক্‌রের জন্য একত্রিত হওয়া, মি'রাজ দিবস উপলক্ষে মাসজিদে বা বাইরে সভা-সেমিনার আয়োজন করে তাতে মি'রাজের ঘটনা বয়ান করা ইত্যাদি। এগুলো সবই গোমরাহী এবং বাতিল কর্মকাণ্ড। এ প্রসঙ্গে কুরআন-সুন্নাহতে ন্যূনতম কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে এভাবে দিবস পালন না করে যে কোনো সময় মি'রাজের ঘটনা বা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা দোষণীয় নয়।

কোন রাতে নবী (ﷺ)-এর ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল?

যে রাতে নবী (ﷺ)-এর ইস্‌রা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল সেটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বযুগ থেকেই উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ- এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো হাদীস না থাকায় 'আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, মিরাজের সময় নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ বলেছেন, নবুওয়াতের আগে। কিন্তু এটা একটি অপ্রচলিত মত। তবে যদি উদ্দেশ্য হয়, যে সেটা স্বপ্ন মারফত হয়েছিল সেটা ভিন্ন কথা। অধিকাংশ 'আলেমগণের মত হলো, তা হয়েছিল নবুওয়াতের পরে। তবে নবুওয়াতের পরে কখন সেটা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

কেউ বলেছেন, হিজরতের এক বছর আগে। ইবনু সা'দ প্রমুখ এ মতের পক্ষে। ইমাম নাব্বী (রহিমাহুল্লাহ-র) এই মতটির পক্ষে জোর দিয়ে বলেছেন। তবে ইবনু হাজাম-এর পক্ষে আরও শক্ত অবস্থান নিয়ে বলেন, এটাই সর্বসম্মত মত। এই মতের আলোকে বলতে হয়, মি'রাজ হয়েছিল রবিউল আওয়াল মাসে।

কিন্তু তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এটা সর্বসম্মত মত নয়; বরং এক্ষেত্রে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশটির অধিক মত পাওয়া যায়।

ইবনুল জাওযী বলেন, হিজরতের আট মাস আগে মি'রাজ হয়েছিল। এ মতানুসারে সেটা ছিল রজব মাসে।

কেউ বলেন, হিজরতের ছয় মাস আগে। এ মত অনুযায়ী সেটা ছিল রামাযান মাস। এ পক্ষে মত দেন আবুর রাবী ইবনু সালিম।

আরেকটি মত হলো, হিজরতের এগার মাস আগে। এ পক্ষে দৃঢ়তার সাথে মত ব্যক্ত করেন, ইব্‌রা-হীম আল হারবী। তিনি বলেন, হিজরতের এক বছর আগে রবিউস সানিতে মি'রাজ সংঘটিত হয়।

কারো মতে, হিজরতের এক বছর তিন মাস আগে। ইবনু ফারিস এ মত পোষণ করেন। এভাবে আরও অনেক মতামত পাওয়া যায়। কোনো কোনো মতে রবিউল আওয়াল মাসে, কোনো মতে শাওয়াল মাসে, কোনো মতে রামাযান মাসে, কোনো মতে রজব মাসে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, ইবনু রজব বলেছেন, রজব মাসে বড় বড় ঘটনা ঘটেছে মর্মে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় কিন্তু কোনোটির পক্ষেই সহীহ দলিল নেই। বর্ণিত হয়েছে–

---

[১২৭] *ইমাম ইবনু 'আবদুল ইয এবং ইবনুস সালাহ-এর মাঝে সংঘটিত বিতর্ক- পৃ. ৪৫-৪৭।*

[১২৮] *আল মানারুল মুনীফ- ৯০ পৃ.।*

নবী (ﷺ) রজবের প্রথম রাতে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, সাতাশ বা পঁচিশ তারিখে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন, অথচ এ সব ব্যাপারে কোনো সহীহ দলিল পাওয়া যায় না।[১২৯]

আবূ শামাহ বলেন, গল্পকারেরা বলে থাকে যে, ইস্‌রা ও মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল রজব মাসে। কিন্তু 'ইল্‌মে জারহ ওয়াত তাদীল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 'আলেমগণের মতে এটা ডাহা মিথ্যা।[১৩০]

শবে মি'রাজ পালন করার বিধান

সালফে সালেহীনগণ এ মর্মে একমত যে, ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত দিন ছাড়া অন্য কোনো দিবস উদযাপন করা বা আনন্দ-উৎসব পালন করা বিদআত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ، فَهُوَ رَدٌّ».

"যে ব্যক্তি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন নতুন বিষয় চালু করল তা পরিত্যাজ্য।"[১৩১] আর মুসলিম-এর বর্ণনায় আছে–

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

"যে ব্যক্তি এমন 'আমল করল যার ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"[১৩২]

সুতরাং মি'রাজ দিবস অথবা শবে মি'রাজ পালন করা দ্বীনের মধ্যে সৃষ্ট বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণ, তাবেঈনগণ বা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সালফে সালেহীনগণ তা পালন করেননি। অথচ সকল ভালো কাজে তারা ছিলেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী।

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, পূর্ববর্তী যুগে এমন কোনো মুসলিম পাওয়া যাবে না, যে শবে মি'রাজকে অন্য কোনো রাতের উপর মর্যাদা দিয়েছে। বিশেষ করে শবে কদরের চেয়ে উত্তম মনে করেছে এমন কেউ ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুগামী তাবেঈনগণ এ রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো কিছু করতেন না এমনকি তা আলাদাভাবে স্মরণও করতেন না। যার কারণে জানাও যায় না যে, সে রাত কোনটি।

নিঃসন্দেহে ইস্‌রা ও মি'রাজ নবী (ﷺ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এজন্য মি'রাজের স্থান-কালকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো 'ইবাদত করা বৈধ নয়। এমনকি যে হেরা পর্বতে ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল এবং নবুওয়াতের আগে সেখানে তিনি নিয়মিত যেতেন, নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় অবস্থান কালে তিনি কিংবা তাঁর কোনো সাহাবী সেখানে কোনো দিন যাননি। তারা ওহী নাযিলের দিনকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো 'ইবাদত-বন্দেগী করেননি বা সেই স্থান বা দিন উপলক্ষে বিশেষ কিছুই করেননি।

যারা এ জাতীয় দিন বা সময়ে বিশেষ কিছু 'ইবাদত করতে চায় তারা ঐ আহলে কিতাবদের মতো যারা 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম দিবস (Chisthomas) বা তাদের দীক্ষাদান অনুষ্ঠান (Baptism) ইত্যাদি পালন করে।

'উমার ইবনুল খাত্তাব দেখলেন, কিছু লোক একটা জায়গায় সালাত পড়ার জন্য হুড়াহুড়ি করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তারা বলল, এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত আদায় করেছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি তোমাদের নবীদের স্মৃতি স্থানগুলোকে সাজদার স্থান বানাতে চাও? তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা এ সব করতে গিয়েই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে এসে যদি তোমাদের কারো সালাতের সময় হয় তবে সে যেন সালাত আদায় করে, অন্যথায় সামনে অগ্রসর হয়।[১৩৩]

ইবনুল হাজ্জ বলেন, রজব মাসে যে সকল বিদআত আবিষ্কৃত হয়েছে সগুলোর মধ্যে সাতাশ তারিখের লাইলাতুল মি'রাজের রাত অন্যতম।[১৩৪]

পরিশেষে বলব, যেহেতু রজব মাসে নফল সালাত, সওম, মাসজিদ, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট দোকান-পাট ইত্যাদি সাজানো, সেগুলোতে আলোকসজ্জা করা কিংবা ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাত তথা সাতাশে রজবকে শবে মি'রাজ নির্ধারণ করে তাতে রাত জেগে 'ইবাদত করার ব্যাপারে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। তাই আমাদের কর্তব্য হবে সেগুলো থেকে দূরে থাকা। অন্যথায় আমরা বিদআত করার অপরাধে আল্লাহ তা'আলার দরবারে গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হব। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি প্রতি মাসে কিছু নফল রোযা রাখে, সে এ মাসেও সেই ধারাবাহিকতায় রোযা রাখতে পারবে, শেষ রাতে উঠে যদি নফল সালাতের অভ্যাস থাকে, তবে এ মাসের রাতগুলোতেও সালাত আদায়ে বাঁধা নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল অবস্থায় তাওহীদ ও সুন্নাহর উপর 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুন এবং শির্ক ও বিদআত থেকে হিফাজত করুন –আমীন। ❑

---

[১২৯] *লাতাইফুল মায়া'রিফ- ১৬৮ পৃ.।*
[১৩০] *আল বায়িস- ১৭১।*
[১৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭।*
[১৩২] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : বিচার-ফয়সালা, হা. ১৮/১৭১৮।*
[১৩৩] *মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা- ২য় খণ্ড, ৩৭৬, ৩৭৭ পৃ.।*
[১৩৪] *আল মাদখাল- ১ম খণ্ড, ২৯৪ পৃ.।*

সমাজচিন্তা

হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?

সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ

[৩য় পর্ব]

ট্রান্সজেন্ডার সম্পর্কে ইসলামের বিধিবিধান কি?

প্রথমতঃ ট্রান্সজেন্ডার কি?

উত্তর : ট্রান্সজেন্ডার 'Transgender' According to Wikipedia-A transgender person (often shortened to trans) is someone whose gender identity differs from that typically associated with the sex they were assigned at birth. Some transgender people who desire medical assistance to transition from one sex to another identify as transsexual. Transgender is an umbrella term; in addition to including people whose gender identity is the opposite of their assigned sex (trans men and trans women).[১৩৫]

অর্থাৎ- ট্রান্সজেন্ডার হলো একজন মানুষ যে লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সেটাকে পরিবর্তন করে অপর একটি লিঙ্গে রূপান্তর করা। একে বাংলা ভাষায় রূপান্তরকামী বলে। অর্থাৎ- একজন মানুষ সে পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু সে বড় হয়ে তার লিঙ্গ অপারেশন বা হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে সেটাকে মহিলা লিঙ্গে পরিবর্তন করাকে অথবা একজন মানুষ মহিলা লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু সে বড় হয়ে তার লিঙ্গ/অঙ্গ অপারেশন বা হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে সেটাকে পুরুষ লিঙ্গে পরিবর্তন করা অথবা নারী হয়ে নিজেকে পুরুষ মনে করা বা পুরুষ দাবি করা অথবা পুরুষ হয়ে নিজেকে নারী মনে করা বা নারী দাবি করাকে ট্রান্সজেন্ডার বলে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো কোনো পুরুষ কখনোই সার্জারির মাধ্যমে প্রকৃত নারী হতে পারে না। আবার কোনো নারী কখনোই সার্জারির মাধ্যমে প্রকৃত পুরুষ হতে পারেন না। একজন নারী কখনোই তাঁর বায়োলজিকাল সিস্টেমে শুক্রাণু উৎপন্ন করতে পারবে না, তেমনিভাবে একজন পুরুষ কখনোই জরায়ুর মতো করে ডিম্বাণু উৎপন্ন করতে পারবে না। ট্রান্সজেন্ডাররা আসলে করে কী? সোজা বাংলায় একজন পুরুষ তার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে (অনেকে আবার রেখেও দেয়!) এবং টেস্টোস্টেরন-ব্লকার হরমোন নেন। এতে তার শরীরে টেস্টোস্টেরন প্রডাকশন বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি তিনি অ্যাস্ট্রোজেন নেন, যা তার শরীরের ক্ষেত্রে নারীদের কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। আর এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টা। তারা শরীরে টেস্টোস্টেরন নেয়া শুরু করেন যা তার শরীরের ক্ষেত্রে পুরুষদের কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

এতে আসলে কী হয়? মূলত পুরুষের শরীরে নারীর মতো কিছু বৈশিষ্ট্য আসে। দাড়ি-গোঁফ ওঠা কমে আসে, স্তন মহিলাদের মতো বড় হতে শুরু করে। কিন্তু সে কখনই বায়োলজিকাল পরিপূর্ণ নারী হতে পারে না। তার সন্তান ধারণের ক্ষমতা কখনোই আসে না। তার ঋতুস্রাব বা মাসিক হয় না; বরং তার শরীর সারাজীবনই পুরুষের থাকে কিন্তু তাকে দেখতে কিছুটা নারীর মতো মনে হয়। নারীদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তেমনই। সে কখনই স্পার্ম/শুক্রাণু উৎপন্ন করতে পারে না। কাউকে গর্ভধারণ করাতে পারে না। শুধুমাত্র তার মূত্রত্যাগের স্থানটিকে বিকৃত করে কিছুটা পুরুষের মতো মূত্রত্যাগ করতে পারে। স্তন কেটে ফেলে তার বুকটা ছেলেদের মতো দেখাতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে একজন প্রকৃত নারী বা পুরুষকে দেখতে যতটাই কুৎসিত হোক না কেন তার মাঝে একটা নারীত্ব ভাব বা কোমলতা থাকে অথবা পুরুষত্ব ভাব বা কোমলতা থাকে কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারদেরকে দেখতেই খুব বিশ্রি এবং অ-রুচিকর লাগে এবং বিকৃত লাগে। যতই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা একজন মানুষকে প্রাকৃতিক ভাবে যেমন বানিয়েছেন সেটাকে বিকৃত করলে অবশ্যই সেটার সৌন্দর্য্য অবশ্যই নষ্ট হবে এবং সেটাতে মহা-বিপর্যয় ঘটবে। আর এই মানব দেহের বিকৃতির খারাপ প্রতিক্রিয়া বা মেডিক্যাল ক্ষতির কথা বলার কোনো প্রয়োজনই নেই।

এই ট্রান্সজেন্ডার এটা অনেকটা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নাক দিয়েছেন শ্বাস নেয়ার জন্য/ঘ্রাণ নেয়ার জন্য, কান দিয়েছেন শব্দ শোনার জন্য এবং মুখ দিয়েছেন কথা বলার জন্য খাওয়ার জন্য কিন্তু তার যথাযথ ব্যবহার না করে; বরং নাক দিয়ে খাবার খাওয়ার মতো, কান দিয়ে খাবার খাওয়ার মতো বিকৃতচর্চা। এটা কখনোই কোনো সুস্থ এবং বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে না; বরং সমাজে এটা একটা মহা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিবে। যেমন-যদি একটা ট্রান্সজেন্ডার ছেলে যে নিজের পুরুষাঙ্গ কেটে অথবা না কেটেই মেয়ে হবার ভান ধরে এবং নিজেকে মেয়ে দাবি করে, তাকে যদি সমাজে মেয়ে হিসেবেই মেনে নেয়া হয় এবং ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া হয়, তাকে নারী কোটায় চাকরি দেয়া হয়, নারীদের

[১৩৫] *https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender।*

হোস্টেলে তাকে থাকতে দেয়া হয়, নারীদের স্পোর্টসে তাকেও প্রতিযোগী হিসেবে সুযোগ দেয়া হয়, অথচ সে পুরোদস্তুর একজন ছেলে।

এর বিপরীতে যদি একটা ট্রান্সজেন্ডার মেয়ে যে নকল পুরুষাঙ্গ লাগিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে পুরুষ হবার ভান ধরে এবং নিজেকে ছেলে দাবি করে তার স্তন কেটে ফেলে, তাকে যদি সমাজে পুরুষ হিসেবেই মেনে নেয়া হয় এবং তাকে যদি কোনো মেয়ের সাথে বিয়ে দেয়া হয় এবং পুরুষের সকল ভুমিকায় তাকে রাখা হয় তবে সমাজে কি বিপর্যয় ঘটে যাবে তা কি কল্পনা করা যেতে পারে? মূলত এই ধরণের দাবি, ধর্মীয়ভাবে তো বটেই, সামাজিকভাবেও ভয়ানক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও জনগণের জন্য হুমকিস্বরূপ। এটা সমাজে নজিরবিহীন বিকৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

মেডিকেলের ভাষায় এটাকে জেন্ডার ডিসফোরিয়া বলা হয়, যা আগে জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার বলা হতো। এই কমিউনিটি এখন প্রথম বিশ্বে বেশ প্রভাবশালী। তাই মেডিক্যাল টার্মও ডিসঅর্ডার থেকে ডিসফোরিয়া হয়ে গেছে। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, সমঅধিকারের ঢাল ব্যবহার করে যে কেউ যা ইচ্ছা তাই করতে চাইলে, সেটাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত কি না। আপনার বোনের, কন্যার, স্ত্রীর বেডরুমে আপনি একজন রূপান্তরকামী, অ্যাস্ট্রোজেন হরমোন গ্রহণকারী পুরুষকে ঢুকতে দেবেন কি না? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে আপনার নিজের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা জরুরি। যদি উত্তর 'না' হয়, তবে এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আপনার কর্তব্য।

এখানে কোনো হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ধর্মীয় ব্যাপার নয়। নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না। কেউ যদি ভাবেন এদের বিরুদ্ধে লাগাটা কেবল ধর্মান্ধ মুসলিমদের বাড়াবাড়ি, তবে আপনি এই অসুস্থতা আপনার অন্দরমহলে প্রবেশ করা অব্দি কেবল অপেক্ষা করুন। এই ভাইরাস একবার ছড়ালে আর কোনো উপায় নেই সারাবার বরং মুসলিম সমাজে তো প্রশ্নই উঠে না। একজন মানুষ যদি নিজেকে কুকুর দাবি করে সার্জারি করে লেজ লাগিয়ে নেয় আর চার-পায়ে হাঁটে, কোনোভাবেই আমরা তার নাগরিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবো না। তবে শুধু এটাই মাথায় রাখবো সে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত, আর তার চিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু তাকে কুকুরের খাদ্য দিয়ে আমাদের বাসার গেইটে চোর-খেদানোর জন্য গলায় বেড়ি পরিয়ে বসিয়ে রাখবো না। কারণ সে প্রকৃত পক্ষেই কুকুর না। সমঅধিকারের দাবি আর অন্যায় আবদারের পার্থক্য এইখানেই; বরং এই ট্রান্সজেন্ডারদের সাথে সমকামিতা ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

ট্রান্সজেন্ডারের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি?

প্রথমত নারী এবং পুরুষকে তার আকার আকৃতি পরিবর্তনকে নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। যেখানে লিঙ্গ পরিবর্তন করার প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

"আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন এবং সে বলেছে, 'অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব।"

﴿وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا﴾

"আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।"[১৩৬]

تَغْيِيْرُ خَلْقِ اللهِ মহান আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা তিনভাবে হয়। প্রথম এটা, যা এখন আলোচিত হলো। যেমন- কান কাটা, চিড়া এবং ছিদ্র করা। এছাড়াও আরো কয়েকভাবে তা করা হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা চাঁদ, সূর্য, পাথর এবং আগুন ইত্যাদি অনেক জিনিস বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে সেগুলোকে উপাস্যে পরিণত করা। আবার পরিবর্তনের অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মে পরিবর্তন এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পরিবর্তনও হয়। ট্রান্সজেন্ডার, পুরুষের স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা অনুরূপ মহিলাদের গর্ভাশয় কেটে ফেলে তাদের সন্তান জন্মানোর যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করাও এই পরিবর্তনের আওতায় পড়ে। মেকআপের নামে ভ্রূর চুল চেঁছে নিজের আকৃতির পরিবর্তন করা এবং চেহারা ও হাতে দেগে নকসা করা ইত্যাদিও এরই মধ্যে শামিল। এ সবই হলো শয়তানী কার্যকলাপ, তা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

[১৩৬] *সূরা আন্ নিসা : ১১৮-১১৯।*

"অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[১৩৭]

এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, এর মাঝে একটি হচ্ছে তোমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করো না।[১৩৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[১৩৯]

এই ট্রান্সজেন্ডারেরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে নিজেদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ﴾

"তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?"[১৪০] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ﴾

"তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে।"[১৪১] আল্লাহ বলেন,

﴿اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

"কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় অতঃপর সে ওটাকে ভালো মনে করে, (সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ দেখে?) কেননা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন; অতএব তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।"[১৪২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১৪৩]

যারা মহান আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটায় তাদের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সরাসরি লানত ঘোষণা করেছেন

হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِيْ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ أَمَا قَرَأْتِ ﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ﴾ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّيْ أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ فَاذْهَبِيْ فَانْظُرِيْ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذٰلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.

"'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ লা'নাত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকন করে, নিজ শরীরে উল্কি অংকন করায়, যারা সৌন্দর্য্যে জন্য ভ্রূরু-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি

---

[১৩৭] *সূরা আর্ রুম : ৩০।*
[১৩৮] *ফাতহুল কাদীর।*
[১৩৯] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৮৭।*
[১৪০] *সূরা আল জা-সিয়াহ্ : ২৩।*
[১৪১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৮৩।*
[১৪২] *সূরা ফা-ত্বির : ৮।*
[১৪৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬৮।*

করে। সে সব নারী মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে। এরপর বানী আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকূব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যার প্রতি লা'নাত করেছেন, আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লা'নাত করা হয়েছে, আমি তার প্রতি লা'নাত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি।

'আব্দুল্লাহ বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। মহিলাটি বলল, হাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রাসূল (ﷺ) এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালোমত দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালোভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার দেখার কিছুই দেখতে পেলো না। তখন 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সঙ্গে একত্র থাকতে পারত না।"[১৪৪]

অর্থাৎ- যেখানে দাঁত চিকন করা, ভ্রূরু-চুল উপড়িয়ে ফেলা, পরচুলা ব্যবহার করা এইসব বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে লিঙ্গ পরিবর্তন করা এটা তো মারাত্মক অপরাধ, যেমনটি অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

"ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অভিসম্পাত করেছেন।"[১৪৫] অর্থাৎ- নারী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণকারী এবং পুরুষ হয়ে নারীর বেশ ধারণকারীদের উপর সরাসরি লানত করেছেন। হাদীসে আরো এসেছে,

وَعَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ : قِيْلَ لِعَائِشَةَ : إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ قَالَتْ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

"আবূ মুলায়কাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলা হলো, জনৈকা মহিলা (পুরুষদের ন্যায়) জুতা পরিধান করেছিল। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বললেন, রাসূল (ﷺ) এমন সব মহিলাদের ওপর লা'নাত করেছেন : যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে।"[১৪৬]

অর্থাৎ- একজন মহিলা পুরুষদের জুতা পরিধান করার কারণে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেই মহিলাকে সতর্ক করেছেন, যেমনটি আমরা সমাজে দেখতে পাই যে, আজকে তো নারী হয়ে পুরুষের পোশাক পরিধান করা এবং পুরুষ হয়ে নারীদের পোশাক বা নারীদের অলঙ্কার ব্যবহার করা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে এবং এটাকে তারা কোনো অপরাধই মনে করে না। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ : إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ : وَالنَّقِيْعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيْعِ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। কোনো একদিন এক হিজড়াকে নবী (ﷺ)-এর নিকট আনা হলো। তার হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙ্গানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এর এ অবস্থা কেন? বলা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! সে নারীর বেশ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে আন-নকী নামক স্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, সালাত আদায়কারীকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আবূ উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আন-নাফী' হলো মদীনার প্রান্তবর্তী একটি জনপদ, এটা বাকী নয়।"[১৪৭]

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তি হয়তো ছেলে হয়ে জন্ম নেয়া হিজড়া ছিল যে মেয়েদের মতো নিজের হাত পা রাঙ্গিয়েছিল যেটা রাসূল (ﷺ) অপছন্দ করেছেন এবং তাকে নির্বাসনে পাঠানোর হুকুম দিয়েছেন। একই বিষয়ে অপর হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنه) قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ (ﷺ) الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ "أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ". وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

"ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) লা'নত করেছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেন, তাদেরকে বের করে দাও

[১৪৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮৮৬।*
[১৪৫] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৭৮৪।*
[১৪৬] *মিশকাত- হা. ৪৪৭০; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪০৯৯।*
[১৪৭] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৯২৮।*

তোমাদের ঘর হতে এবং ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন।”[১৪৮] একই বিষয়ে আরেক হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ إِذًا يَمُوْتُ مِنَ الْجُوْعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلَ ثُمَّ يَرْجِعَ.

“আওযাঈ (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (যখন সে হিজড়াকে শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়), তখন বলা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো না খেয়ে মারা যাবে। তখন তিনি তাকে সপ্তাহে দু’দিন শহরে আসার অনুমতি দেন, যাতে চেয়ে নিয়ে ফিরে যেতে পারে।”[১৪৯]

পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলাদের পরিণতি

হাদীসে এসেছে,

عن ابن عمر قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالدَّيُّوْثُ.

“ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তাদের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং দাইয়ূস (মেড়া) পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাঁধা দেয় না।)”[১৫০]

অর্থাৎ- এদেরকে আল্লাহ পবিত্র করবেন না এবং এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এরূপ লোকেদেরকে যখন এইসব নোংরামি থেকে সতর্ক করা হয় তখন সেটা তাদের কাছে ভালো লাগেনা এবং তারা নোংরামি থেকে বিরত না হয়ে; বরং তার উপরেই অবিচল থাকে, নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকেও কাজে লাগায় না। এরূপ লোকেদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ﴾

“আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন্ ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।”[১৫১]

এবার প্রশ্ন আসতে পারে এই সব বিকৃত চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে কিভাবে প্রবেশ করলো? প্রবেশ করেনি; বরং মুসলিম সমাজে এইসব নোংরামিকে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর কতিপয় নামধারী মুসলিম লোকেরা সেটাকে গ্রহণ করেছে। যেমনটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِيْ جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوْهُمْ". قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ آلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى قَالَ "فَمَنْ".

“আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের আগের লোকের নীতি-আদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুকরণ করবে, এক বিঘত এক বিঘতের সঙ্গে ও হাত হাতের সঙ্গে, এমনকি তারা যদি গোসাপের গর্তে ঢুকে থাকে তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। আমরা আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তারা কি ইয়াহূদী ও নাসারা? তিনি বলেন, তবে আর কারা?”[১৫২]

অর্থাৎ- ইয়াহূদী খ্রিষ্টানের অপকালচারের অনুসরণ মুসলিমরা করবে সেটাই উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে। যদিও অপর এক হাদীসে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

“ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।”[১৫৩] অপর এক হাদীসে আরো এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا.

“আমর ইবনু শু‘আইব, তিনি তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে।”[১৫৪] *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

---

[১৪৮] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ৬৩৭৩।*
[১৪৯] *সুনান আবূ দাউদ- ই. ফা. বাং, হা. ৪০৬৪।*
[১৫০] *হাদীস সম্ভার- হা. ২৬৮৩; আহমাদ- হা. ৬১৮০; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫৬২; সহীহুল জামে‘- হা. ৩০৭১।*
[১৫১] *সূরা আল আ‘রাফ : ১৭৯।*
[১৫২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৬৭৪।*
[১৫৩] *হাদীস সম্ভার- হা. ৩৩৫৮; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪০৩৩।*
[১৫৪] *হাদীস সম্ভার- হা. ৩৩৫৭; আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৯৫।*

মহিলা জগৎ

ইসলাম নারীশিক্ষার পথে অন্তরায় নয়

–মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার★

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। যে ব্যক্তির অন্তর আছে অন্তকরণ নেই, ভালোমন্দ বুঝার সক্ষমতা নেই, সে যেমন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না তেমনি যে দেশে জাতি আছে শিক্ষা নেই, সে দেশ কখনো উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে না। জাতির উন্নতির জন্য অবশ্যই শিক্ষা অত্যাবশকীয়। এজন্য রাসূল (ﷺ) যখন মদীনায় গেলেন তখন মদীনাবাসীর শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি মদীনার শিশুদের পড়ালেখা শেখানোকে যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে নির্ধারণ করেন।

তবে হ্যাঁ, সে শিক্ষা অবশ্যই হতে হবে সু-শিক্ষা। যা মানুষকে প্রকৃত অর্থেই মানুষ বানায়। ভিতর থেকে দূর করে বন্যতা। শিক্ষা দেয় আল্লাহর পরিচয়, রাসূলের পরিচয়। তা'লীম দেয় ইসলাম, আদব-শিষ্টাচার। হারামকে হারাম এবং হালালকে হালাল হিসেবে চেনার পথ বাতলে দেয়।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে মনে করে; বিশেষ করে যারা সারাক্ষণ নারী-স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে পরিবেশ গরম রাখে তারা মনে করে ও দাবি করে যে, ইসলাম নারীশিক্ষার পথে অন্তরায়। ইসলাম তাদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে ঘরবন্দি করে রেখেছে। তাদের শিক্ষার অধিকার হরণ করেছে।...

তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। কেননা ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নারীশিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছে। যেমন- আল্লাহ কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

"বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"[১৫৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا﴾

"বলো, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।"[১৫৬]

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যাতে আমভাবে (অর্থাৎ- কাউকে নির্ধারণ না করে) জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান। এছাড়াও আরো বহু হাদীস আছে যা নারীশিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করে। সেখান থেকে কয়েকটি উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। যেমন-

প্রথম হাদীস :

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ "نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ".

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিলহান কন্যা উম্মু সুলাইম নবী (ﷺ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হক্ব কথা বলতে আল্লাহ তা'আলা লজ্জাবোধ করেন না। অতএব কোনো নারীর পুরুষদের মতো স্বপ্নদোষ হলে তাতে কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন সে পানির (বীর্যপাতের) চিহ্ন দেখতে পায় তখন যেন গোসল করে নেয়।[১৫৭]

দ্বিতীয় হাদীস :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِيْ الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ".

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুবাইশের কন্যা ফাতিমা। নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন ইস্তিহাযার রোগিণী, কখনও পবিত্র হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, না। এটা শিরার রক্ত, হায়েজ নয়। যখন হায়েজ শুরু হবে, সালাত ছেড়ে দিবে। যখন হায়েযের সময়সীমা শেষ হবে, তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে (গোসল করে নেবে) এবং সালাত আদায় করবে।[১৫৮]

তৃতীয় হাদীস : রাসূল (ﷺ) নারীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দিন নির্ধারণ করেছিলেন এবং সে নির্ধারিত দিনে তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ.

★ *অধ্যয়নরত, কুল্লিয়া- ১ম বর্ষ, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[১৫৫] *সূরা আয্ যুমার : ০৯।*

[১৫৬] *সূরা ত্ব-হা- : ১১৪।*

[১৫৭] *বুখারী- ৬০৯১, ৬১২১; আত্ তিরমিযী- হা. ১২২; মুসলিম- হা. ৩১৩; আন্ নাসায়ী- হা. ১৯৭; ইবনু মাজাহ্- হা. ৬০০।*

[১৫৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩০৬।*

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নারীরা একদা নবী (ﷺ)-কে বলল, পুরুষেরা আপনার নিকট আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন।[১৫৯]

উপর্যুক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম নারীশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে, গুরুত্ব প্রদান করেছে। এমনকি ওয়াজিব (আবশ্যক) ও বলেছে। যেমন- রাসূল (ﷺ) এক হাদীসে বলেছেন,

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ومسلمة».

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন করা ফর্‌য।

ইমাম ইবনুল জাওযী স্বীয় কিতাব 'আহকামুন নিসা'-এর ৭ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন,

المرأة شخص مكلف كالرجل فيجب عليها طلب العلم الواجبات عليها لتكون من آدائه على يقين.

পুরুষের ন্যায় নারীর ওপর শরয়ী বিধান প্রযোজ্য। তাই নারীর ওপর যে-সব বিষয় ওয়াজিব সে-সব বিষয়ের জ্ঞানার্জন করাও তাদের ওপর ওয়াজিব। যাতে সে শরয়ী বিধানাবলি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আদায় করতে পারে।

শুধু তা-ই নয়; বরং ইসলাম কিছু শর্তসাপেক্ষে ও আদব রক্ষা করে বাড়ীর বাইরেও শিক্ষার্জনের অভিপ্রায়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। যেমনটি পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তবে হ্যাঁ, ইসলাম নারীদের জ্ঞানার্জনের জন্য গাইড লাইন হিসেবে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যেমনিভাবে পুরুষের ক্ষেত্রেও আরোপ করেছে। কেননা ইসলাম সুশীল ধর্ম, শান্তির ধর্ম, তা কখনো নগ্নতা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার অনুমতি দেয় না। তাই এখানে নারীদের জ্ঞানার্জনের কতিপয় শর্ত ও আদব উল্লেখ করা প্রয়োজনবোধ করছি।

১. শিক্ষাদানের জন্য মাহরাম না থাকা। যদি এমন কোনো মাহরাম থাকে যিনি শিক্ষাদানে সক্ষম তাহলে শিক্ষার্জনের জন্যে বাইরে যাওয়া জায়িয নয়। **২.** বাইরে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হওয়া। **৩.** যতটুকু প্রয়োজন তাতে সীমাবদ্ধ থাকা। অতিরিক্ত প্রশ্ন না করা। **৪.** শিক্ষক হিসেবে যোগ্য আলেমদের চয়ন করা এবং বয়স্ক আলেমদেরকে প্রাধান্য দেওয়া।

৫. আলেমের সঙ্গে বা মজলিসের পুরুষের সঙ্গে মিশে না যাওয়া ও নির্জনতা অবলম্বন না করা : কেননা রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

সাবধান! কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে অবশ্যই তৃতীয়জন হিসাবে শয়তান অবস্থান করে (এবং পাপাচারে প্ররোচনা দেয়)।[১৬০]

৬. চক্ষু অবনত রাখা ও পর্দার আড়াল থেকে প্রশ্ন করা এবং পর্দা ও শরয়ী বেশভুষা ধারণ করা : আল্লাহ বলেন,

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾

"আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়।"[১৬১]

৮. সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা : কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾

"আর তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো, প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মতো চোখ ঝলসানো প্রদর্শনী করে বেরিয়ো না।"

৯. সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার না করা : কেননা রাসূল (ﷺ) বলেছেন, নারীরা যখন সুগন্ধি লাগিয়ে জনসমাজকে এর গন্ধ বিলানোর জন্য তাদের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, সে তখন এরূপ এরূপ। একথা বলে তিনি একটি কঠোর মন্তব্য করেন।[১৬২]

শেষ কথা, বিশ্বাস করো বোন, যারা সারাক্ষণ নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা তোমাদের কে মাঝপথে বেপর্দা করে ছাড়বে। তারা যেমন পর পুরুষের সাথে গায়ে গা লাগিয়ে চলছে তোমাদেরকে ও তাদের মতো লজ্জাশরমহীন করে ছাড়বে। তারা যেমন জারজ সন্তান পেটে ধারণ করে একাধিক জনের বেডে রাত্রি যাপন করে, তোমাদেরকে তাদের মতো বানাবে। তোমাদের রাস্তার মেয়ে কুকুরের মতো ভোগ্য পণ্য বানিয়ে ছাড়বে যাকে যে ইচ্ছে সেই ভোগ করতে পারবে। তাই এখনি সাবধান হও। তাদের কথায় কান দিয়ো না। তাদের সাজানো-গোছানো মিষ্টি কথায় প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহ তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

তথ্যসূত্র : ১. কুরআনুল কারীম, ২. বুখারী, ৩. মুসলিম, ৪. আবূ দাউদ, ৫. তিরমিযী, ৬. ইসলামে নারীদের জ্ঞানার্জনের সীমারেখা।

[১৫৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০১।*

[১৬০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৫।*

[১৬১] *সূরা আন্ নূর : ৩১।*

[১৬২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪১৭৩।*

৬৫ বর্ষ ॥ ১৭-১৮ সংখ্যা ❖ ২২ জানুয়ারি- ২০২৪ ঈ. ❖ ০৯ রজব- ১৪৪৫ হি.

কবিতা

ইসলামিক বিশ্বাস

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

আল্লাহ! তুমি সর্বত্র নও তো বিরাজমান
জ্ঞান আর দৃষ্টি তোমার সবখানে অবস্থান
মানি আমি সহীহ হাদীস পবিত্র কুরআন।
প্রভু তুমি সমুন্নত আরশের ওপরে
কুরআন পড়লে যায় বুঝা স্পষ্টকরে
ইসলাম শুধু তোমার নিকট মনোনীত দ্বীন
লাভ হবে না মহৎ কাজেও করছে যত বেদ্বীন।
নবী, রাসূল, পীর, আউলিয়া, দরবেশ, বুজুর্গণ-
ধরার বুকে দেখতে তোমায় পায়নি কোনো জন।
তুমি ছাড়া গায়েব খবর অবগত কেউ নন
সকল শক্তির উৎস তুমি নয়তো জনগণ
মিরাজ সত্য বিশ্বাস করি হয়েছে কথোপকথন
তুমি এবং নবীর মাঝে ছিল আবরণ;
মূসা নবীর ভাগ্যেও কভু সুযোগ জোটেনি
তুমি কেবল গরীব নেওয়াজ গাউসুল আযম
নয় তো খাজা নয় তো জিলানী।
তোমার উপর আশা ভরসা করি সর্বদাই
তুমি ছাড়া সিজদাহর মালিক অন্য কেহ নাই
নিরাকার নও তুমি, আছে স্বতন্ত্র আকার
ইমান নিয়ে মরলে পাবো, তোমার দীদার
পীর সুফী নয় তো ভায়া তোমাকে পাওয়ার।
শির্ক বিদআত ভয় লাগে জমের চেয়ে বেশি
নেক ‘আমল ধ্বংস করে এরা সর্বগ্রাসী
পীর তরিকা ইসলামে নেই, সব পীরই ভণ্ড
ইমান কেড়ে নেয় এরা, ‘আমল করে পণ্ড!
আকার তোমার আছে তবে কোনোকিছুর নয় মতো
তোমায় নিয়ে ভুল ধারণা করছে শত শত
মুসলিম আমি এটাই আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়
হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী নয়।
মুসলিম নামে করছে শত, দ্বীন বিরোধী কাম
আহলুল হাদীস তাই তো আমার গুণগত নাম।
রাসূল হলো মাটির তৈরি, আজ তিনি মৃত
সকল আত্মা মারা যাবে এ কথা সত্য
তোমায় ডাকতে আমি কোনো মাধ্যম ধরিনা;
রাসূলবিনা অন্য কারো তক্বলিদ করি না
নেই ক্ষমতা সুপারিশের পীর, সুফী, কোনো জন
করবে শুধু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিগণ।

সমাপ্ত

★ বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

প্রযুক্তি

[illegible] এইচ, আর আবু হোরায়রা★

কানে এবং মুখে বলার, এমন একটি যন্ত্র
আজব মানব তার মাঝেতে, কি দিছে এক মন্ত্র।
নাম্বার তুলে ডায়াল করলে, পেয়ে যায় লাইন
যেথা থাকেন সুখ-দুখের কথা হয় ফাইন।
লক্ষ মাইল দূরে থেকে কথা শোর গুণ
মাঝে মাঝে বেজে উঠে অবাক মোবাইল ফোন।
ভালো মন্দ সব বুঝে শুনে প্রযুক্তি করো ব্যবহার
মহান রবের দেওয়া প্রযুক্তি কখনো করোনা অপব্যবহার।
নেট, ভিডিও সব তথ্য দেওয়া আছে ওখানে
সত্য মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় বুঝতে হবে সেখানে।
চিন্তা করে দেখো মানুষ সবই মহান রবের দান
বিশ্বে যত প্রযুক্তি করছো ব্যবহার
স্মরণ করো মানুষ সবই প্রভুর উপহার।

★ সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক, বগুড়া জেলা শুব্বান।

চব্বিশ সালের পণ

রোকেয়া রহিম

আসছে আবার নতুন বছর ফিরে,
সফল ভাবনা আনবে সুখের নীড়ে।
অতীত স্মৃতি যাচাই-বাছাই করে–
মধুর জীবন আনবো সবার তরে।

চলবো সবাই পেরিয়ে সকল বাধা,
রাখবো খবর কি হালে জীবন আঁধা।
সবার জীবনে ফুটাবো আশার আলো,
সততা-মমতায় রাখবো সবার ভালো।

গড়বো সমাজ নতুন দিনের সাজে,
ঘটাবো বিকাশ শিশুর মনের মাঝে।
কিশোর-কিশোরী যাবে না মন্দ পথে,
জ্ঞান গরিমায় বুঝবে যতন হতে।

খোদার উপরে পূর্ণ ভরসা করে–
রাখবো সবাই ঈমান-‘আক্বিদাহ্ ধরে।
সুস্থ সবল থাকবে শরীর-মন,
চব্বিশ সালে হোক না এটাই পণ।

জমঈয়ত ও শুব্বান সংবাদ

আল কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান শীর্ষক সেমিনার

গত ১৪ জানুয়ারি রবিবার দিনাজপুর জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের যৌথ উদ্যোগে আল কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জেলা জমঈয়ত সভাপতি শাইখ আব্দুল জলীল মাদানীর সভাপতিত্বে সকাল ৯টা প্রোগ্রাম শুরু হয়। জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অন্যতম উপদেষ্টা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার সিনিয়র প্রফেসর ও সাবেক ডিন ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী।

এ সেমিনারে জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

আল কাসিম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়ত গঠন

সৌদি আরবের 'আল কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়' শাখা জমঈয়ত গঠন উপলক্ষ্যে গত ১১ নভেম্বর'২৩ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নিম্নবর্ণিত দায়িত্বশীল সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জমঈয়ত গঠন করা হয়। কমিটির বিবরণ- সভাপতি- আবু সাঈদ আফজাল হুসাইন, সহ-সভাপতিদ্বয়- রবিউল ইসলাম আবুল কালাম ও মুহাম্মদ মিযানুর রহমান, সেক্রেটারি- এহসানুল্লাহ নূরুল হক, কোষাধ্যক্ষ- মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, সহকারী সেক্রেটারি- আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সেক্রেটারি- জহিরুল ইসলাম, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- মোস্তাফিজুর রহমান, প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- মোশতাক আহমাদ, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ নাঈম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- আবুল হাশেম, পাঠাগার সম্পাদক- আব্দুল লতিফ, দফতর সম্পাদক- নাজিমুদ্দীন, সদস্যবৃন্দ- আব্দুস সবুর, আব্দুল ওয়াহিদ, জিয়াউর রহমান, ফজলে ইলাহী, নূরুল ইসলাম, কাউসার আহমাদ।

মিরপুর শাখা শুব্বানের কাউন্সিল ও নবীন-প্রবীণ শুভেচ্ছা বিনিময়

গত ২০ জানুয়ারি শনিবার বাদ মাগরিব মসজিদে বায়তুল হক্ব ও মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্সে মিরপুর শাখা শুব্বানের কাউন্সিল ও নবীন-প্রবীণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা শুব্বান সভাপতি শাইখ জাহিদ হাসান মাদানীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আহমাদের উপস্থাপনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়।

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মসজিদে বায়তুল হক ও মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্সের সভাপতি, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুরের অধ্যক্ষ শাইখ আব্দুন নূর মাদানী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহর উপাধ্যক্ষ শাইখ নূরুল আবসার, সহকারী শিক্ষক শাইখ আমিনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ প্রমুখ।

সভায় নিম্নবর্ণিত দায়িত্বশীলদের নিয়ে শাখা কমিটি গঠন করা হয়। **কমিটির বিবরণ নিম্নরূপ :**

আব্দুল মান্নান- সভাপতি, ইয়াসিন- সহ সভাপতি-১, রবিউল ইসলাম- সহ-সভাপতি-২, আরাফাত বিন আশরাফ- সাধারণ সম্পাদক, ওমর ফারুক- যুগ্ম সম্পাদক, মোসাদ্দেকুর রহমান- কোষাধ্যক্ষ, আব্দুর রহমান ইমরান- সাংগঠনিক সম্পাদক, মিফতাহুল বারী- প্রচার সম্পাদক, সাদিকুর রহমান- যুগ্ম প্রচার সম্পাদক, আহমদ রফিক- সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, আব্দুর রহমান রুহুল- ছাত্র ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আব্দুল্লাহ সাকিব- প্রশিক্ষণ সম্পাদক, আলামিন সুরুজ আলী- তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, নাজমুল হুদা তোহা- দপ্তর সম্পাদক, ইফরান- পাঠাগার সম্পাদক, আব্দুল মুহাইমীন- যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক, আনোয়ার হোসেন সাঈদী ও আরাফাত- সদস্য।

নওগাঁ জেলা শুব্বানের কাউন্সিল

গত ১৩ জানুয়ারি শনিবার নওগাঁ শহর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শুব্বানের আহ্বায়ক মো. লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মো. আবু বকর সিদ্দিক-এর উপস্থাপনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বেলা ১১টায় কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন চকউলী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও নওগাঁ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা, আলহাজ্জ এ. কে. এম ইয়াকুব আলী মন্ডল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা জমঈয়ত সভাপতি শামসুল হক, সহ-সভাপতি মো. ইসমাইল হোসেন ও মো. ওসমান আলী, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ জারজিজ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইউনুছ আলী ও শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ আবু বকর বিন ইসহাক।

নেতৃবৃন্দের আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি পুরাতন আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নওগাঁ জেলা শুব্বানের নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

কমিটির বিবরণ নিম্নরূপ :

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান- সভাপতি, মো. মোখলেসুর রহমান- সহ সভাপতি-১, মো. রাশিদুল ইসলাম- সহ-সভাপতি-২, মো. আবু বকর সিদ্দিক- সাধারণ সম্পাদক, মো. সাকিব হোসেন- যুগ্ম সম্পাদক, মো. রমজান আলী- কোষাধ্যক্ষ, মো. জিয়াউর রহমান- সাংগঠনিক সম্পাদক, মো. আলমগীর হোসাইন- প্রচার সম্পাদক, মো. ফজলে রাব্বি- যুগ্ম প্রচার সম্পাদক, মো. সাজেদুর রহমান- সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, আহমাদুল্লাহ- ছাত্র ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, আব্দুল জলিল প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মোহাম্মদ তাকি সিদ্দিকী- তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, মো. সাকিব আল হাসান- দপ্তর সম্পাদক, মোহাম্মদ ইউনুস আলী- পাঠাগার সম্পাদক, মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন- যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল নাঈম ও মোহাম্মদ তুহিন সদস্য।

উপষ্টো পরিষদ : মো. শামসুল হক, মো. ইসমাইল হোসেন, মো. ওসমান আলী, মো. আবু বক্কর বিন ইসাহাক, মো. নজরুল ইসলাম।

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম উপদেষ্টা প্রফেসর ড.আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী ও জামালপুর জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ যোবায়দুল ইসলাম-এর সম্মানিত পিতা আলহাজ্জ মোরশাদুজ্জামান সরদার বার্ধক্যজনিত অসুস্থাবস্থায় গত ১৪ জানুয়ারি মহান আল্লাহর সান্নিধ্য চলে গেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে সকল মুসলিমের কাছে দু'আর আবেদন করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা মাইয়্যিতকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন- আমীন।

সচেতনতা

০১. আপনি প্রতিনিয়ত যে খাদ্য অপচয় করছেন, সে খাদ্যেই একজন গরীব-দুঃখী, অনাহারী মানুষের অন্নকষ্ট নিবারণ হতে পারে। আসুন! আমরা মানবিক গুণ অর্জন করি : অনাহারী মানুষের অন্নকষ্ট নিবারণ করি।

০২. পানি আল্লাহ তা'আলার এক অফুরন্ত নি'আমাত। অযথা পানিতে ময়লা-আবর্জনা ফেলে নোংরা করা থেকে বিরত থাকি এবং পানির অপচয় রোধ করি।

০৩. বিদ্যুৎ জাতীয় সম্পদ। তাই বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ইত্যাদির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকি। আমাদের একটু সচেতনতা বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

০৪. প্রাকৃতিক গ্যাস একটি মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু আমাদের কাছে এর মজুদ সীমিত। তাই এই সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার করি।

০৫. পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অন্তত ভবিষৎ প্রজন্মের কথা ভেবে হলেও ময়লা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে আমার চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি। এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

০৬. খাদ্যে ভেজাল জাতি ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার, বিভিন্ন রোগের প্রধান উপসর্গও বটে। আমরা কেউই এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ নই। খাদ্যে ভেজাল প্রদানকারীর বিরুদ্ধে গণসচেতনা গড়ে তুলি।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : *আমাদেরকে বলে হাদীসের অনুসারী। তাহলে কি কুরআনের অনুসারী নয়? দলিলসহ উত্তর দিবেন।*

মো. মানিক সরকার
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

জবাব : হাদীস অর্থ বাণী। কুরআন আল্লাহর বাণী এবং রাসূল (ﷺ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন-যাকে আমরা হাদীস বলে জানি, তাও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট। ইসলামি শরীয়তের এ মূল উৎসদ্বয়কে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে এবং রাসূল (ﷺ) তাঁর বাণীতে 'হাদীস' বলেছেন। কুরআন ও হাদীস একই সূত্রে গাঁথা। তাই এ দু'টোর অনুসারীকে 'আহলে হাদীস বলা হয়। কাজেই যাঁরা আহলে হাদীস, তাঁরাই মূলতঃ কুরআনের প্রকৃত অনুসারী। মনে রাখবেন, যারা হাদীসকে বাদ দিয়ে কেবল কুরআন মানতে চায়, তারা আসলে কুরআন অস্বীকারকারী ও ভ্রান্ত ফেরকা। ওদের কূটকৌশল থেকে সাবধান। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : *ফর্‌য বা নফল সালাতের সালাম ফিরানোর পর সর্বপ্রথম 'আল্লাহু আকবার' না-কি 'আস্তাগফিরুল্লাহ' তিনবার বলতে হবে? দলিলসহ জানাবেন।*

মো. সাইদুর রহমান
সাপাহার, নাওগাঁ।

জবাব : এ মাসআলায় দ্বিমত রয়েছে। সহীহুল বুখারী'র হাদীসে 'তাকবীর' শব্দটি সুস্পষ্ট থাকায় এক দল আলেম সালাম ফিরানোর পর প্রথমে 'আল্লাহু আকবার' বলার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৪১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৫৮৩)***। আরেক দল আলেম 'তাকবীর' শব্দটিকে যিক্‌র অর্থে গ্রহণ করে প্রথমে তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলাকে সুন্নত ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন– ***(আল-লাযনাহ আদ-দাইমাহ- ফা. ৫/৪২০)***। কাজেই দু'টোর উপরই 'আমল করা যায়। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *স্ত্রীর সাথে স্বামীর তর্ক-বিতর্ক হওয়ার পর স্বামী যদি রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বলে তোমাকে তোমার বাপের বাড়ি রেখে আসবো, তোমাকে লাগবে না বা তোমাকে রাখবো না। তাহলে কী কোনোভাবে অটো তালাক হয়ে যাবে? আর যদি হয়ে যায় তাহলে কীভাবে তালাক বাতিল করতে হবে?*

মুহাম্মদ সালমান রহমানী
ছোনটিয়া বাজার, জামালপুর।

জবাব : তালাকের বেলায় রাগান্বিত হওয়া আর হাসির ছলে বলা একই– ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২১৯৪; সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১১৮৪; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২০৩৯, হাসান)***। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসবো বা তোমাকে রাখবো না-এ দু'টি বাক্য একপ্রকার ধমকী স্বরূপ। কাজেই এর দ্বারা তালাক হবেনা। আর 'তোমাকে লাগবে না' কথাটি রূপক। এর দ্বারা স্বামী স্ত্রীকে শাসন করা উদ্দেশ্য হলে তাতেও তালাক পতিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি এর দ্বারা স্বামী তালাক উদ্দেশ্য করে, তাহলে একটি তালাক হয়েছে মর্মে গৃহীত হবে। মনে রাখবেন, তালাক হয়ে গেলে তা বাতিল করার কোনো সুযোগ নেই। তবে স্ত্রী ফেরতযোগ্য তালাক হলে পরবর্তী ঋতুর আগে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও ২ জন মহিলাকে স্বাক্ষী রেখে স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার বিধান রয়েছে– ***(সূরা আত্ ত্বালাক : ০২)***। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : *কেউ যদি আমার নামে গীবত করে অথবা মিথ্যা তোহমত দেয়, আমি কি তাকে জিজ্ঞাসা করবো কেন বললো? (আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই না এমনকি তার নামও জানতে চাই না) [বি. দ্র. মিথ্যা তহমোতকারী/গীবতকারী আমার অপরিচিত হতে পারে বা পরিচিতও হতে পারে।]*

এম সাজিদ হোসেন
আম্বরখানা, সিলেট।

জবাব : গীবত হলো দোষত্রুটি থাকলে ঐ ব্যক্তি সমাজে হেয় করার উদ্দেশ্যে তা বলে বেড়ানো। আর তোহমাত হচ্ছে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর মিথ্যা অপবাদ রটানো– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৬৮)***। দোষ থাকলে নিজে সংশোধন হয়ে যাবেন এবং মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করবেন। আর তোহমাত বা মিথ্যা অপবাদ দিলে তা জানার এবং প্রতিকার চাওয়ার আপনার এখতিয়ার রয়েছে। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন অথবা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : *ইমামকে যদি আত্তাহিয়াতু অবস্থায় পাই। তাকবীরে তাহরীম'র আল্লাহু আকবার বলার পরে কি আবার আল্লাহু আকবার বলতে হবে?*

আ. খালেক
আগারগাঁও, ঢাকা।

জবাব : ইমামকে তাশাহ্হুদ অবস্থায় পেলে প্রথমে দাঁড়িয়ে আপনি 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে জামা'আতে শামিল হবেন। অতঃপর আরো একটি তাকবীর দিয়ে তাশাহ্হুদে বসবেন এবং যথা নিয়মে বাকী সালাত আদায় করবেন। তবে শুধু তাকবীরে তাহরীমা'র উপর যথেষ্ট মনে করলেও চলবে– *(মাজমূ'আ ফাত্ওয়া- বিন বায, ১১/২৪৫)*। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৬) : *মনে করুন আমি নামাযে এক্সট্রা কিছু করলাম (একাকী), তাহলে সাহু সিজদা কি উভয় সালাম ফিরানোর পর দিবো? এবং উভয় সালাম ফিরানোর পর কি শুধু সিজদা দু'টো দিয়ে আবার শুধু সালাম ফিরালেই হবে? না-কি সাহু সিজদার পরও আবার তাশাহ্হুদ/দরুদ পড়তে হবে?*

মো. রাহাত
বরিশাল-৮২০০।

জবাব : আপনি একাকী সালাতে এক্সট্রা কি করেছেন, তা উল্লেখ করেননি। সাহু সিজদা আবশ্যক হয় এমন কিছু করলে সালাম ফিরানোর আগে অথবা পরে ২টি সিজদাহ দেবেন এবং সুন্দর করে বসে ডানে বামে সালাম ফিরাবেন– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮২, ৪০৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৫৭২, ৫৭৩)***। আপনার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে; সাহু সিজদার পর পুনরায় তাশাহ্হুদ পড়ার কোনো প্রমাণ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। মনে রাখবেন, সালাতের কোনো রুকন বাদ পড়লে তা আদায় ব্যতীত শুধু সাহু সিজদাহ যথেষ্ট হবেনা। প্রথমে ছুটে যাওয়া ঐ রুকন আদায় করে পরে সাহু সিজদাহ দেবেন। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : *সালাতে কেউ যদি একপাশে সালাম প্রদান করে, তবে তার রাকআত পূর্ণ হয়নি মনে হলে কী করবে?*

মারুফুল হক
টাঙ্গাইল।

জবাব : এক পাশে কিংবা দু'পাশে সালাম ফিরানো মাত্র স্মরণ হয় যে এক রাকআত অপূর্ণ রয়েগেছে, তাহলে মনে পড়ামাত্রই 'আল্লাহু আকবাব' বলে উঠে যাবেন এবং ঐ রাকআত পূর্ণ করে সাহু সিজদাহ দিয়ে সালাম ফিরাবেন। আপনার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : *আযানের সহীহ শুদ্ধ জবাব সম্পর্কে জানতে চাই।*

মো. রাশিদুল ইসলাম
কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

জবাব : আযানের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "মুয়াজ্জিন যেভাবে বলে তোমরা তার মতো করে বল"– *(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৮৪)*। তবে 'হাইয়্যা 'আলাস সালাহ ও হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ" বাক্যদ্বয়ের জবাবে বলবে-লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ'– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৩৮৩)*। অতএব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশনা মুতাবেক আযানের জবাব দেওয়াই বিশুদ্ধ জবাব। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : *বিনা ওজরে মসজিদে না গিয়ে বাসায় পরিবার নিয়ে ফর্য সালাত জাম'আত করে আদায় করা কি জায়িয?*

গোলাম রাব্বি
বরিশাল সদর।

জবাব : মসজিদে জামা'আতের সাথে স্বচ্ছল পুরুষদের ফর্য সালাত আদায় করা ওয়াজিব– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৬৫১)***। শর'ঈ ওজর ব্যতীত মসজিদ বাদ দিয়ে পরিবার নিয়ে জামা'আত করে সালাত করা উচিত হবে না। অগত্যা কেউ হঠাৎ এমনটি করলে তাদের সালাত সহীহ হয়ে যাবে। তবে বিনা কারণে মসজিদ ত্যাগ করার দায়ে গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে যাঁরা মসজিদে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়কে সুন্নাহ মনে করেন, তাঁদের মতে বাড়িতে জামা'আত করলে সুন্নাহ ছুটে যাবে এবং মসজিদে যাওয়া ও সালাত আদায়ের অতিরিক্ত সাওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : *আমি হানাফী মাযহাব থেকে বের হয়ে এসে সহীহ হাদীসের আলোকে জীবন গড়তে চাই। আমাকে কিছু পরামর্শ দিন।*

মো. আশিকুর রহমান
সানথিয়া, পাবনা।

জবাব : ইহ ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ কুরআন ও সহীহ হাদীসের নিঃশর্ত অনুসরণের মাঝেই নিহিত। প্রথমে আপনি মন স্থির করুন এবং মহান আল্লাহর তাওফীক্ব কামনা করতে থাকুন। দ্বিতীয়তঃ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনে লেগে পড়ুন। তৃতীয়তঃ আহলে হাদীস বা সালাফি আলেমগণের লিখিত ও অনুদিত 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের বইগুলো পড়ুন। চতুর্থতঃ প্রচলিত বিশ্বাস ও 'আমলসমূহকে যাচাই করুন এবং পঞ্চমতঃ হক্বপন্থি আলেমগণের সাহচার্য্য লাভ করুন এবং সর্বদা বিতর্ক এড়িয়ে একান্ত বৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে সামনে এগিয়ে চলুন। মহান আল্লাহর সাহায্য পেয়ে ধন্য হবেন। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত সৌদি আরবের শীর্ষ দশ ইউনিভার্সিটি

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

[পঞ্চম পর্ব]

কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়

পারস্য উপসাগরের তীরে বিশ্বের বৃহত্তম খেজুর বাগানগুলোর জন্য বিখ্যাত এবং পুরাতন দুর্গ ও প্রাসাদের জন্য পরিচিত সৌদি আরবের পূর্ব প্রদেশের প্রধান শহর হাফুফে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে অন্যতম সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি ও প্রশাস, আইন, মেডিসিন, কম্পিউটিং এবং তথ্য প্রযুক্তি সহ পনেরোটি অনুষদ যা আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ২৮ জুলাই ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের চতুর্থ শাসক, বাদশাহ খালিদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের রাজকীয় আদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালইয়ের নাম করন করা হয়েছে আধুনিক সৌদি আরবের তৃতীয় শাসক খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন বাদশাহ ফয়সাল বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের নামে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯০,০০০ এর বেশি। টাইমস হায়ার এডুকেশন (২০২৩)-এর সেরা আরব বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থান উনিশতম। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবছর কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বৃত্তি আয়তাধিন সুবিধাসমূহ হলো সম্পূর্ণ বিনাবেতনে পড়াশুনা করবার সুযোগ কোর্স চলাকালীন মাসিক ভাতা প্রদান, আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ফ্রী আবাসন ব্যবস্থা, ফ্রী মেডিক্যাল সেবা, প্রতি একাডেমিক বছর শেষে দেশে আসা যাওয়ার জন্য ফ্রী এয়ার টিকিট। গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পর বই কার্গো করে দেশে নেওয়ার জন্য তিন মাসের ভাতার সমপরিমান অর্থ প্রদান করা হয়।

কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সমাজের প্রয়োজনীয় মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধান করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বছরের পর বছর বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত কলেজ এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলো বিকাশের সাথে সাথে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কলেজ এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলোর সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি চল্লিশটিরও বেশি জাতীয় গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি সৌদিআরবের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত কলেজে তার পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন পরিকল্পনা এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলোকে উন্নত ও আধুনিকীকরণ করেছে।

কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন

বিশ্ববিদ্যালয়টি জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং সম্প্রদায় সেবার সম্মেলনে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ছেষট্টিরও বেশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করেছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দেশে ও বিদেশে ৩০০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক সম্মেলন এবং একটি সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জার্নালে ২,০০০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে যার মাধ্যমে অর্জন করেছে সৌদি আরবের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব।

এক নজরে কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয়

* গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২৪) : ৮০১-১০০০। * আরব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২৩) : ১৯। * সৌদিআরব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২১) : ০৮। * ধরন : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। * শিক্ষায়তনিক ব্যক্তিবর্গ : ২,১২১। * শিক্ষার্থী সংখ্যা : ৯০,০০০+। * প্রতিষ্ঠিত সাল : ১৯৭৫। * স্থান : হাফুফ, আল আহসা, সৌদি আরব।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

ফেব্রুয়ারি

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫:১৭	০৬:৩৯	১২:১৩	০৩:২২	০৫:৪৬	০৭:১৬
০২	০৫:১৭	০৬:৩৮	১২:১৩	০৩:২২	০৫:৪৬	০৭:১৬
০৩	০৫:১৭	০৬:৩৮	১২:১৩	০৩:২৩	০৫:৪৭	০৭:১৭
০৪	০৫:১৬	০৬:৩৭	১২:১৩	০৩:২৩	০৫:৪৮	০৭:১৮
০৫	০৫:১৬	০৬:৩৭	১২:১৩	০৩:২৪	০৫:৪৮	০৭:১৮
০৬	০৫:১৬	০৬:৩৬	১২:১৩	০৩:২৪	০৫:৪৯	০৭:১৯
০৭	০৫:১৫	০৬:৩৬	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৫০	০৭:২০
০৮	০৫:১৫	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৫০	০৭:২০
০৯	০৫:১৪	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৫১	০৭:২১
১০	০৫:১৪	০৬:৩৪	১২:১৪	০৩:২৬	০৫:৫২	০৭:২২
১১	০৫:১৩	০৬:৩৪	১২:১৪	০৩:২৬	০৫:৫২	০৭:২২
১২	০৫:১৩	০৬:৩৩	১২:১৪	০৩:২৭	০৫:৫৩	০৭:২৩
১৩	০৫:১২	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫৩	০৭:২৩
১৪	০৫:১২	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫৪	০৭:২৪
১৫	০৫:১১	০৬:৩১	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৫	০৭:২৫
১৬	০৫:১০	০৬:৩০	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৫	০৭:২৫
১৭	০৫:১০	০৬:৩০	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৬	০৭:২৬
১৮	০৫:০৯	০৬:২৯	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৬	০৭:২৬
১৯	০৫:০৯	০৬:২৮	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৭	০৭:২৭
২০	০৫:০৮	০৬:২৭	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৭	০৭:২৭
২১	০৫:০৭	০৬:২৭	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:২৮
২২	০৫:০৭	০৬:২৬	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:২৮
২৩	০৫:০৬	০৬:২৫	১২:১৩	০৩:৩০	০৫:৫৯	০৭:২৯
২৪	০৫:০৫	০৬:২৪	১২:১৩	০৩:৩০	০৬:০০	০৭:৩০
২৫	০৫:০৪	০৬:২৪	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০০	০৭:৩০
২৬	০৫:০৪	০৬:২৩	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০১	০৭:৩১
২৭	০৫:০৩	০৬:২২	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০১	০৭:৩১
২৮	০৫:০২	০৬:২১	১২:১২	০৩:৩১	০৬:০২	০৭:৩২

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক সনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

আপনার
সোনামণির
সুশিক্ষার
নিরাপদ
ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা
পৃথক শাখা

আমাদের
নিয়মিত
অ্যাকাডেমিক
প্রোগ্রাম

- **তাহফীজুল কুরআন**
  মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন
- **ইসলামী শিক্ষা বিভাগ**
  হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
  (ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)
- **উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম**
  আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
  ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
  কুরআন শিক্ষা
  দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk.

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

MEMBER
ATAB MEMBER

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত